THE SWADHIKAR

স্বাধিকার

বুলেটিন নং ঃ ১১
প্রকাশ কাল ঃ ৩ মে '৯৯
শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৫ টাকা

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট -এর মুখপত্র

পিজিপি-এইচ ডব্লিউ এফ সম্মেলন বানচালের ষড়যন্ত্র

খাগড়াছড়িতে পুলিশী বর্বরতা ঃ নিহত ২, আহত শতাধিক

বিশেষ রিপোর্ট ॥ পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চল খাগড়াছড়ির জনপদ আবার রক্তে রঞ্জিত হলো। ঝরে গেলো দুটি তাজা প্রাণ। গুরুতর আহত হয়েছে অর্ধশতাধিক। হঠাৎ ভূমিকম্পের মতো এ ঘটনায় কেঁপে উঠেছে সমগ্র অঞ্চল। ষড়যন্ত্রকারী গণশত্রুদের মুখোশ হয়েছে উন্মোচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তির দলিল তথাকথিত শান্তিচুক্তির গুণকীর্তনকারীদের মুখে হেনেছে চপেটাঘাত। সেদিনের এই রক্তাক্ত উদাহরণ দেখিয়ে দিয়েছে সরকারের নির্ভেজাল পদলেহীদের শান্তির জারীগান ও পুরস্কার প্রশংসার অন্তরালে জনগণের মাঝে কি পরিমাণ ক্ষোভ ও অসন্তোষ ধিকি ধিকি করে জ্বলছে। ১৪৪ ধারা জারী ও পুলিশ-সেনা টহল দিয়ে সাময়িকভাবে চাপা দেয়া সম্ভব হলেও এই গণঅসন্তোষের বিস্ফোরণ আজ কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র।

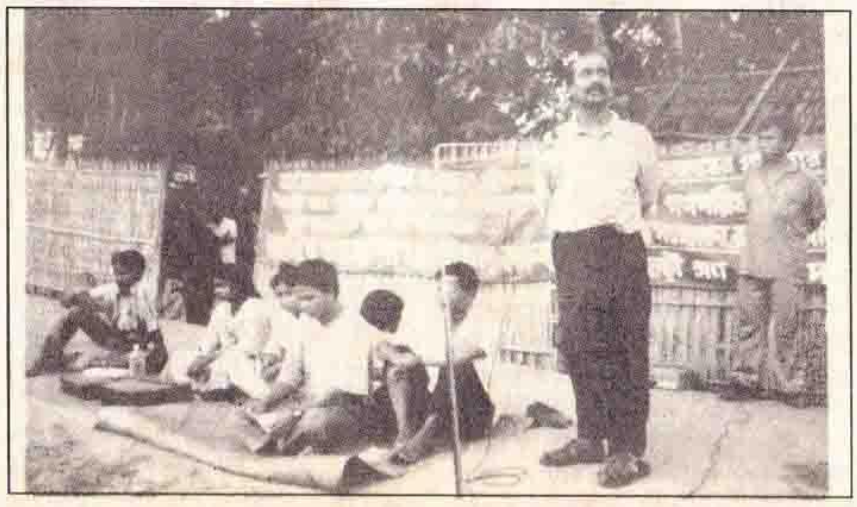

জনতার উপর পুলিশের গুলি হামলার প্রতিবাদে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট নেতা ফয়জুল হাকিম লালা। শহীদ এমরু বিকাশ সড়কে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে প্রায় ৩ হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন।

কি ঘটেছিল সেদিন?ঃ সেদিন ছিল ২২ এপ্রিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের গণ আন্দোলনে পোড় খাওয়া লড়াকু সংগঠন পাহাড়ী গণ পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পূর্বনির্ধারিত যৌথ সম্মেলন। এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য সকাল থেকে খাগড়াছড়ি সহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা থেকে গাড়ী যোগে ও পায়ে হেঁটে হাজার হাজার জনতা জেলা শহরের দিকে আসতে থাকে। কিন্তু পুলিশ তাদেরকে সম্মেলন স্থলে যেতে বাধা দেয়।

খাগড়াছড়ি শহরের প্রবেশমুখে তিনটি পয়েন্টে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে তাদেরকে আটকানো হয়। এগুলো হলো স্টেডিয়াম এলাকা, খাগড়াপুর ও জিরো মাইল। তাছাড়া পানছড়ি, লক্ষ্মীছড়ি ও দিঘীনালাসহ বিভিন্ন এলাকায়ও তাদেরকে পুলিশ আটকায়।

স্টেডিয়াম এলাকা ঃ সকাল ১০টার দিকে পানছড়ি থেকে ২৫টি গাড়ী করে সমাবেশে যোগ দিতে আসা দেড় হাজারের অধিক ছাত্র জনতাকে পুলিশ স্টেডিয়াম এলাকায় আটকায়। সেখানে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে তাদেরকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। তা সত্ত্বেও ছাত্রজনতা ধৈর্য্যের পরিচয় দেয়। কেন তাদেরকে সম্মেলন স্থলে যেতে দেয়া হবে না জানতে চাইলে প্রশাসনের লোকজন কোন উত্তর দিতে পারেনি। নিষেধাজ্ঞা আরোপের কাগজপত্রও দেখাতে পারেনি। ফলে পুলিশ ও উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে তুমুল বাকবিতন্ডা শুরু হয়। জনতা সমাবেশ বানচালের ষড়যন্ত্র ধরে ফেলে এবং মুহুর্মুহু শ্লোগান দিয়ে তার তীব্র প্রতিবাদ জানালে এক পর্যায়ে পুলিশ বিনা উস্কানিতে জনতার দিকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে। ফলে সুবাস চাকমা (পুতুল) নামের ১৯ বছরের এক ছাত্র ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়। তার কোমরের পেছন দিকে গুলিভেদ করে বেরিয়ে যায়। সে পানছড়ির গোলকপতিমা ছড়ার অক্ষয় মেম্বার পাড়ার অধিবাসী আনন্দ চাকমার ছেলে। পুলিশ কর্তৃক গুলি বর্ষণের পর জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাধ্য হয়। তারা পুলিশের দিকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। ফলে ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়া শুরু হয়। পুলিশ শুধুমাত্র সমাবেশে যোগ দিতে আসা লোকজনের ওপর আক্রমণ করে ক্ষান্ত হয়নি, তারা গাড়ীও ভাঙচুর করে ও ড্রাইভারদের লাঠিপেটা করার পর থানায় আটকিয়ে রাখে। খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে পুলিশের এই বর্বর হামলায় ১ জন নিহত ও অর্ধ শতাধিক লোক আহত হয়। পুলিশ এখান থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করে।

জিরো মাইল ঃ খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম সড়কের

৭ম পাতায় দেখুন

সমাজ অনিষ্টের মূল হোতাদের প্রতিহত করুন

রাজনৈতিক ভাষ্যকার ॥ দুনিয়ায় বাস্তবে উদাসীন বা নিরপেক্ষ থাকার অবস্থা নেই। নিয়ত প্রবাহমান ঘটনায় কারোর পক্ষেই নিরপেক্ষ হয়ে থাকা সম্ভব নয়। পরিস্থিতি ঘটনাবলী ঠাহর করতে না পারার কারণেই বোধশক্তিহীন অবুঝরা নিরপেক্ষ থাকে। বোধশক্তি সম্পন্ন কারোর পক্ষেই তা সম্ভব নয়। জাতীয় জীবনের দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে বাঁচা মরার প্রশ্নে কারোর নিরপেক্ষতা হয় আত্মপ্রতারণা, নয়তো ভণিতা। যে কোন কর্মকাণ্ড বা কারো ভূমিকা কোন না কোনভাবে এক পক্ষে, না হয় অন্য পক্ষে যাচ্ছে। যে কার্যকলাপ বা কথাবার্তা জনগণের পক্ষে যাবে না, তা নিশ্চিতভাবেই জনগণের শত্রুদের লাভবান করবে। যা ভালোর জন্য সহায়ক নয়, তাই ভালোর প্রতিবন্ধক এবং তা খারাপের অনুকূলে যাবে। প্রগতিশীলতার পক্ষে থাকতে না পারলে, তাকে নিজের অজান্তেই প্রতিক্রিয়াশীলতার সহযোগী হয়ে যেতে হবে।

একজন কৃষকের পক্ষে ধানগাছ আর আগাছা এ দু'টোর প্রতি সমানভাবে নিরপেক্ষ থাকা অসম্ভব। ক্ষেতে ধানগাছ আর আগাছাকে এক সাথে বাড়তে দিলে পুরো ক্ষেত এক সময় আগাছায় ভরে যাবে। আগাছার কারণে ধানগাছ আর বাড়তে পারবে না, ফসল মাঠে মারা যাবে। সে কারণে একটি চাইলে অন্যটি উপড়ে ফেলে দিতে হয়। ভালো ফসল চাইলে কেবল সার দিলে হয় না, ধানগাছের অনিষ্টকারী ক্ষতিকারক আগাছাও উপড়ে ফেলে দিতে হবে। ধানগাছ আর আগাছা এ দু'টোর মাঝে একটিকে বেছে নিতে হবে। নিরপেক্ষ হবার কোন জো নেই। নিরপেক্ষ উদাসীন হয়ে থাকলে, তা সর্বনাশের সহায়ক হবে।

আজকের পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতিতেও এ কথাটি অত্যন্ত প্রযোজ্য। বর্তমান অবস্থায় নিরপেক্ষ উদাসীন হয়ে থাকার মতো কোন জো নেই। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের পতাকাতলে সমবেত হয়ে আন্দোলন সংগ্রাম জোরদার করার মধ্য দিয়ে সরকার ও জনসংহতি সমিতি নামধারী গোষ্ঠিটির ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিতে হবে। সভ্য দুনিয়ায় মানুষের মতো স্বীকৃতি, মান-মর্যাদা-সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের ভবিষ্যত অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। আন্দোলন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে বিলম্ব করলে, শাসকগোষ্ঠি তার ফায়দা লুঠবে। ন্যায়সঙ্গত দাবি তুলে ধরতে ইতস্তত করলে, জনগণের নাম ভাঙিয়ে বেঈমানরা আঞ্চলিক পরিষদ- জেলা পরিষদ হেন তেন মাথামুণ্ড পরিষদ গ্রহণ করে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে আবারো সর্বশান্ত করে পথে বসাবে। সেই ভয়াবহ ষড়যন্ত্র চক্রান্ত চলছে।

২২ এপ্রিল খেজুর বাগান মাঠে পিজিপি-এইচডব্লিউএফ কর্তৃক আহুত কেন্দ্রীয় সম্মেলন ভণ্ডুল করে দিতে সরকার ও জনসংহতি সমিতি নামধারী গোষ্ঠিটির কতিপয় চেলাচামুণ্ডা যেভাবে রক্তের হোলি খেলায় মেতে উঠেছে, তা হচ্ছে ঐ ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের পূর্বাভাষ মাত্র। জনসংহতি সমিতি নামধারী গোষ্ঠিটির কতিপয় চেলাচামুণ্ডা আসলে কি চায় তা ২২ এপ্রিল আরো একবার খোলসা হয়ে পড়েছে।

আর কোন অবস্থাতেই সমাজ জাতির অনিষ্টকারী গণদুশমনদের বরদাস্ত করা যায় না। জাতির ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেয়া যায় না। জনগণের নাম ভাঙিয়ে স্বার্থ উদ্ধারের ভাওতাবাজি সহ্য করা যায় না।

পাড়া গ্রামে আগুন লাগলে যে অবস্থা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্যাতিত জনতার ভাগ্যেরও আজ একই দশা। এই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে শিশু আবাল বৃদ্ধ বণিতা সবাইকে এক যোগে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে সর্বনাশ করার ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। সমাজ জাতি অনিষ্টের মূল হোতাদের প্রতিহত করতে হবে।

জুম্মো জুম্মোর মধ্যে আত্মঘাতি হানাহানি নয়। পাহাড়ী বাঙালীর মধ্যেও আর অযথা সাম্প্রদায়িক সংঘাত নয়। ব্যক্তি ও গোষ্ঠিগত স্বার্থে যারা ধ্বংসযজ্ঞের খেলায় মেতে উঠেছে তাদের চিহ্নিত করুন, প্রতিহত করুন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করে সকল সম্প্রদায় ও জাতিসত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে আসুন। ❑ ৩০ এপ্রিল '৯৯

কপাল খারাপ এদের ছাড়া পাই না ...

(শেষের পাতার পর)

বখাটে ছেলেদের গাঁজা-জুয়ার আসরে যোগ দিতে যাবে? "কপাল খারাপ" বলে সন্তু লারমা লোকের sympathy কুড়ানোর মতলবে নাটকীয় ভঙ্গীমায় সংলাপ ছুঁড়েছেন। মানুষ তো আর ঘাস খাচ্ছে না ! "কপাল খারাপ" বলে ভাগ্যকে দায়ী করে তিনি নিজের চরিত্র আড়াল করার অক্ষম অনুপ্রয়াস চালাচ্ছেন তা বুঝার বুদ্ধিটুকু কি মধুপুরবাসীর তথা পৌরবাসীর নেই? মানুষকে এত গবেট ঠাহর করার ধৃষ্টতা সন্তু লারমা দেখান কেন? সেনা-পুলিশের আশ্রয় প্রশ্রয়ে থেকে সমাজ জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করে সরকারের বিশ্বস্ত দাস হওয়া যায়। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করা যায়। সরকারী সুযোগ সুবিধার উচ্ছিষ্ট ভাগ দিয়ে কিছু নরাধমকে পক্ষে টানা যায়। দুই নাম্বারী বখাটে ছেলেদেরও পোষা যায়। কিন্তু জনগণের বিচার করার ক্ষমতাকে কেড়ে নেয়া যায় না। সেনা-পুলিশ আর গুন্ডা-পান্ডার জোরে সাময়িকভাবে লোকের মুখ বন্ধ করা গেলেও, এক সময় গণ অসন্তোষের বিস্ফোরণ ঘটতে বাধ্য।

আসলে কপাল নয়, সন্তু লারমা নিজেই খারাপ। সে সরকারের এজেন্ট, আন্দোলন ধ্বংসকারী ও সমাজ জাতি বিভক্তকারী কুলাঙ্গার।

তার বৈশিষ্ট্যটাই হচ্ছে এমন যে, ভালো লোক না পেলে সে খারাপ লোক টানবে। সমাজের মঙ্গল কিছু করতে না পারলে, অনিষ্ট করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। আন্দোলন করার সার্মথ্য না কুলালে, সে স্পাইগিরি করবে। লোককে শরবত খাওয়াতে না পারলে, সে বিষ খাওয়াতে দ্বিধা করে না। উদ্ধার করতে না পারলে, বিপদে ফেলানোই তার স্বভাব। ত্রুটিপূর্ণ চুক্তির সমস্ত ধারা বাস্তবায়ন না হওয়া সত্ত্বেও, আঞ্চলিক পরিষদে দায়িত্ব নেয়ার জন্য তার নির্লজ্জ প্রচেষ্টার মধ্যে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার হীন উদ্দেশ্য রয়েছে বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছেন। ❑

পুলিশ যখন সংবাদদাতা

(শেষের পাতার পর)

জায়গায় আইন লংঘনকারী সংস্থা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অচিরেই পুলিশের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে। এই রায়ের কপি স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশের আইজিকেও দেয়া হয়েছে। (সূত্র : Holiday, April 23, 1999)

দেশে পুলিশের অপকর্মের বিরুদ্ধে এ ধরনের প্রশ্নের মুখেও যখন সংবাদপত্র বা সংস্থার রিপোর্টার সেজে থাকা "বিশেষ ব্যক্তিরা" পার্বত্য চট্টগ্রামের যে কোন ঘটনার ব্যাপারে পুলিশের দেয়া তথ্য অত্যন্ত আগ্রহভরে লুফে নেন এবং অতি দায়িত্বশীলতা ও একনিষ্ঠতার সাথে বিশেষ বিশেষ পত্রিকায় ও বেতার মাধ্যমে পরিবেশন করেন, তখন জনমনে তাদের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি না হয়ে পারে না।

বিশেষ করে ২২ এপ্রিল খাগড়াছড়ি সদরে আহুত পাহাড়ী গণপরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সম্মেলন পণ্ড করতে পুলিশের বর্বরোচিত হামলা ও দু'জনকে গুলিতে খুন করার সংবাদ এমনভাবে পরিবেশিত হয়েছে যে তাতে ঐ রিপোর্টার সেজে থাকা ব্যক্তিদের "আসল পেশার" ব্যাপারে জনতার সন্দেহ আরো বেশী ঘনীভূত হয়েছে। সংবাদ সংস্থায় কাজ করার উছিলায় আসলে তাদের ভূমিকা কি সে নিয়ে জনমনে নানান প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে।

গোটা দেশে পুলিশের ভাবমূর্তি ভীষণ রকমের খারাপ। এ অবস্থায়ও পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত পুলিশের দেয়া "তথ্য" কোন কোন রিপোর্টারবেশী লোকের কাছে অত্যন্ত "নির্ভরযোগ্য" ও "বিশ্বাসযোগ্য" হয়ে উঠেছে!! এতে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐ সমস্ত সংবাদপত্র আর সংবাদ সংস্থার জন্য তো আর সংবাদদাতার প্রয়োজন নেই। পুলিশই তো যাবতীয় "তথ্য" ঐ সমস্ত "পত্রিকা" আর "সংবাদ সংস্থার" জন্য বিশ্বস্ততার সাথে পরিবেশন করতে পারে !! পুলিশ যখন পার্বত্য চট্টগ্রামের সংবাদদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, তখন সংবাদদাতার তো আর প্রয়োজন নেই।

২২ এপ্রিল নিরস্ত্র জনতা উপর হামলাকারী পুলিশের কিছু লোকজন ইটপাটকেলের আঘাতে আহত হলে, তারা গুলিবিদ্ধ বলে সংবাদদাতারা (?) উল্লাসভরে প্রচার চালিয়েছে। অথচ পুলিশের লোকজন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য কোন আহত পুলিশকে "পোষ্টমর্টেম" করা হয়নি। অন্যদিকে বলা হয়েছে, পুলিশ "আত্মরক্ষার্থে" রাবার বুলেট ছুঁড়েছে !!! পুলিশের রাবার বুলেট গণ পরিষদের দুই কর্মীর দেহ ভেদ করে ঝাঁঝড়া করে দিয়েছে! চট্টগ্রাম আর খাগড়াছড়ি হাসপাতালে আহতরা সবাই গুলিবিদ্ধ।

পুলিশের কাছ থেকে সুবিধা নেয়ার হীন উদ্দেশ্যে রিপোর্টার সেজে থাকা বিশেষ লোকরা ইতিপূর্বে (৩০ অক্টোবর '৯৩) পুলিশের খেজুর বাগান মাঠে হামলাকে "মৃদু লাঠিচার্জ" বলে আখ্যায়িত করেছিল। সত্যের মাহাত্ম্য এমনই যে, যতই দিন গড়ায় ততই তা প্রকাশ পেতে থাকে। ❑

এলাকা সংবাদ

যাদুখা ছড়া ও বাকছড়ি আর্মি ক্যাম্পের তৎপরতা

নান্যাচর সেনা জোনের অধীন যাদুখা ছড়া ও বাকছড়ি ক্যাম্পের সেনা জওয়ানদের বিরুদ্ধে লোকজনকে হয়রানি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

রাস্তার পার্শ্বে বন জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে হঠাৎ পথচারীদের উপর চড়াও হয়ে সেনা জওয়ানরা ভীতি সঞ্চার করে। এই ব্যতিক্রমধর্মী সেনা টহল দিন-রাত যে কোন সময়েই হয়ে থাকে। এতে এলাকাবাসী আতঙ্কের মধ্যে থাকে। এ ধরনের অদ্ভুত সেনা টহলের পেছনে কর্মস্থল বা হাটবাজার হতে ফেরা মেয়েদের শ্লীলতাহানি করার কুমতলব থাকতে পারে বলে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকজন আশংকা প্রকাশ করেছেন। সেনা টহলের নামে নির্জন পথে সেনা সদস্যরা অনেক অপকর্ম করেছে এ ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। বিশেষতঃ দুর্গম এলাকার ছোট ছোট ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট ক্যাপ্টেন পদবীর অফিসাররা "দেশের স্বাধীনতা" "সার্বভৌমত্ব" "অখন্ডতা রক্ষা" "নিরাপত্তা জোরদার করা" ... ... ইত্যাদি গালভরা কথাবার্তার আড়ালে কুকর্ম করে থাকে। এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন সেনা কর্তৃপক্ষের তদন্ত চালানো জরুরী হয়ে পড়েছে বলে স্থানীয় অধিবাসীরা মনে করছেন।

অনেক সময় সেনা জওয়ানরা পাড়াগ্রামে ঢুকে অহেতুক তল্লাশী চালিয়ে জনসাধারণকে সন্ত্রস্ত করে রাখে। '৮০ দশকে যে স্টাইলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী অপারেশন চালিয়েছিলো, ইদানিং আবার সেই একই আলামত দেখা যাচ্ছে বলে অভিজ্ঞমহল অভিমত প্রকাশ করছেন। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তিতে সাধারণ লোকজনের অবস্থার কোন পরিবর্তন না হলেও, আগের মতোই নিরীহ লোকজনকে এখনো সেনা বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। তবে পার্বত্য চুক্তি হওয়ায় জনসংহতি সমিতির কতিপয় কেষ্টবিষ্টু সেনাবাহিনী ও পুলিশের আশ্রয়ে থেকে নানান ব্যবসা করতে পারছে। আগে তাদেরকে আর্মি বিডিআর পুলিশ দেখলে লুকিয়ে থাকতে হতো, বর্তমানে সাধারণ জনগণের রোষানলের ভয়ে তাদেরকে সেনা ক্যাম্পে আশ্রয় নিতে হচ্ছে। ❑

রুইগ্য চৌধুরীর হলুদ বিক্রির টাকা ছিনতাই

গুইমারা প্রতিনিধি ॥ ৪ মার্চ, বৃহস্পতিবার : মহালছড়ি থানার সিন্দুকছড়ি ইউনিয়নের ডবলছড়ি গ্রামের নিরীহ অধিবাসী রুইগ্য চৌধুরী'র (পীং রিপ্রুচাই চৌধুরী) কাছ থেকে দুর্বৃত্তরা সাড়ে এগার হাজার টাকা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রুইগ্য চৌধুরী বাজারে শুকনা হলুদ বিক্রি করতে গেলে রেম্রা চাই মারমা (পীং মং মারমা), অংক্য মং মারমা (পীং পাইপ্রু চাই মারমা), আক্য মারমা (পীং মং তু শে মারমা) ও কংক্য মারমা (পীং মংশে মারমা) এই চারজন মস্তান তার কাছ থেকে চাঁদা দাবী করে। রুইগ্য চৌধুরী তাদের চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে চার দুর্বৃত্ত তাকে বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে ভীষণভাবে মারধর করে এবং হলুদ বিক্রির পুরো সাড়ে এগার হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। দুর্বৃত্তরা তাকে ঘটনা ফাঁস না করার জন্য কঠোরভাবে শাসায়। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে তাকে জীবন নাশের হুমকী দেয়। টাকা হারিয়ে অসহায় রুইগ্য চৌধুরী দুর্বৃত্তদের ভয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে বলে জানা গেছে।

গ্রামে গরু, ছাগল, মুরগী চুরি থেকে শুরু করে নানান সমাজ বিরোধী কাজে দুর্বৃত্তরা জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, দুর্বৃত্তরা গ্রামের হ্লাহ্রে অং মারমার খামার বাড়ীতে চুরি চামারির মালপত্র নিয়ে যায় এবং সেখানে ভাগ বাটোয়ারা করে। এই দুর্বৃত্তরা আত্মসমর্পনকারী শান্তিবাহিনী সদস্য ক্য জাই মারমা, মায়াভূষণ চাকমা, নিতাই চাকমা ও তাপস চাকমা (ডেঙা) এদের সাথে সংযোগ রক্ষা করে বলে খবর পাওয়া গেছে। গুইমারা, সিন্দুকছড়ি আর লক্ষ্মীছড়ির সীমান্তে এরা ডাকাতি শুরু করেছে। জানা গেছে, অধঃপতিত জন সংহতি সমিতি তাদেরকে মদদ দিচ্ছে। গুইমারার দুই নাম্বারী অনিল এই দুর্বৃত্তদের সাথে যোগ সাজশ করে এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। সবকিছু জেনেও প্রশাসন এ ব্যাপারে নিরব রয়েছে। ❑

গণ পরিষদ নেতার বাড়ীতে সেনা তল্লাশি

বাকছড়ি, বর্মাছড়ি; বুধবার ১৭ মার্চ ঃ খিরাম ক্যাম্প হতে সুবেদার নজরুলের নেতৃত্বে ১৭ ইষ্ট বেঙ্গলের একদল সেনা সকাল সাড়ে আটটার দিকে গণ পরিষদ নেতা অনিল চাকমার বাড়ী ঘেরাও করে। 'মাস্টার কোথায়? মাস্টার কোথায়?' বলে সুবেদার নজরুল চিৎকার করে ডাকা ডাকি শুরু করে দেয়। এবং বলতে থাকে 'মাস্টার স্কুল করে না, পার্বত্য চুক্তির বিরোধীতা করে।' এ সময় জননেতা অনিল বাড়ীতে ছিলেন না।

মিসেস অনিল সুবেদারের হাঁকডাকে বেরিয়ে এসে বাড়ী তল্লাশি করতে বলেন। অবশ্য সেনারা বাড়ীতে ঢুকেনি। মিসেস অনিল সুবেদারের রূঢ় আচরণের জবাবে বলেন, পার্বত্য চুক্তি তো খালেদা জিয়াও মানেনা, বিরোধীতা করছে। তাকে আপনারা কি করতে পারছেন? খালেদা জিয়া তো আপনাদের সেনা সদর দপ্তরে বাড়ী করে রয়েছে। মিসেস অনিলের দাঁত ভাঙ্গা জবাবে সুবেদার নজরুলের মুখে একেবারে ছাই পড়ে যায়। তল্লাশি করতে যাওয়া অন্য এক হাবিলদার বলে উঠে, ঠিকই তো, ঠিকই তো ! সেনারাও সবাই যে এক রকমের নয়, তা এতে বুঝা যায়। পার্বত্য চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রামে এ যাবৎ পরিচালিত দমন পীড়নের ব্যাপারে বিবেকবোধসম্পন্ন সেনা সদস্য বা অফিসারের দ্বিমত থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। যাদের অন্তরে সামান্যতম মানবিকবোধ অবশিষ্ট রয়েছে, তাদের কারোর পক্ষে হত্যাযজ্ঞ ও নিষ্ঠুর দমন-পীড়নে সায় দেয়া সহজ হবে না।

একই দিনে সেনারা বিজয় চাকমা নামের একজন সাধারণ কৃষকের বাড়ীতেও অহেতুক তল্লাশি চালিয়ে তাকে হয়রানি করে।

২০ মার্চ সেনা জওয়ানরা আবার বর্মাছড়িতে অভিযান চালায়। কেন অযথা বার বার সেনা অভিযান চালিয়ে সাধারণ নিরীহ লোকজনকে হয়রানি করা হচ্ছে, এলাকাবাসীকে ভীত সন্ত্রস্থ করে রাখা হচ্ছে জানতে চাওয়া হলে সেনাদের মধ্য থেকে দু'একজন উত্তর দেয় 'আমরাও তো ক্যাম্পে আরামে থাকতে চাই। আপনাদের মধ্য থেকেই ক্যাম্পে রিপোর্ট যায়।' পাহাড়ীদের মধ্যে থেকেও মনুষ্যত্বহীন বদমায়েশ রয়েছে। যারা সমাজ-জাতিকে অনিষ্ট করে নিজেদের ঘৃণ্য ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের ধান্দায় রয়েছে। স্পাইগিরি বদমায়েশী করে এই নরাধমরা পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে। রাজাকার আলবদর ও আল শামসের মতো এরাও "দুই নাম্বারী সংগঠন" বানিয়ে সমাজ জাতির ক্ষতি করে যাচ্ছে। এই মনুষ্যত্বহীন দুর্বৃত্তদের চিনে রাখতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে সমাজ-জাতিকে রক্ষা করতে হবে। ❑

বৌদ্ধ বিহারে মিটিঙ করতে গেলে জেএসএস বিতাড়িত

মাটিরাঙ্গা প্রতিনিধি ॥ ৯ এপ্রিল মাটিরাঙ্গা থানার সার্বজনীন গৌতম বৌদ্ধ বিহারে জনসংহতি সমিতি নামধারী গোষ্ঠিটির কিছু কেষ্টবিষ্টু ও দুই নাম্বারী টাউট মিটিঙের নামে ঝামেলা বাধাতে গেলে দায়ক দায়িকারা সম্মিলিতভাবে তাদের অপদস্থ করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

ঘটনার দিন দুপুর ২টায় কড়া পুলিশ প্রহরায় উষাতন তালুকদার (মলয়), তাতিন্দ্রলাল চাকমা (পেলে), রক্তোৎপল ত্রিপুরা, শক্তিপদ ত্রিপুরা, পলাশ, বিপ্লব ত্রিপুরা, নৈরঞ্জনা চাকমা ও চৈতালী ত্রিপুরা বিহারে ঢুকে হম্বিতম্বি শুরু করে। উপস্থিত দায়ক-দায়িকাদের উপর খবরদারি করে মিটিঙের আয়োজন করতে নির্দেশ দেয়। বিহারের পবিত্রতার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে চেয়ার-টেবিল-চৌকি বের করে লোক জড়ো করতে বলে। তাদের এই ব্যবহারে উপস্থিত দায়ক-দায়িকারা প্রতিবাদ করেন। এতে জনসংহতি সমিতির চাইতেও দুই নাম্বারীরা বেশী ক্ষিপ্ত হয়ে ক্ষমতার দাপট দেখাতে চায়। উপস্থিত দায়ক-দায়িকাদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। বিহারের আশে-পাশের লোকজন ডাকাডাকি করে জড়ো হয়। তারা জেএসএস ও দুই নাম্বারীদেরকে কঠোর ভাষায় তিরষ্কার করে। 'জাতির সর্বনাশ করেছো, আবার কিসের মিটিঙ করতে চাও? কি পেয়েছো তোমরা? তোমাদের বিবেক বলতে কিছু নাই? জাতীয় বেঈমান' ... ... ইত্যাদি বলতে থাকে। জেএসএস আর দুই নাম্বারীদের এই হাল দেখে তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশের লোকজন মুচকি মুচকি হাসছিল।

জনতা কর্তৃক বিহার হতে তাড়া খাওয়ার পর তাপস ত্রিপুরা মাটিরাঙ্গা থানায় একটি মিথ্যা মামলা রজ্জু করে। ঐ মামলায় এমন ব্যক্তিদের জড়ানো হয় যারা ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন না। এতে এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। 'দুই নাম্বারী আসলেই দুই নাম্বারী, তাদের সব কাজ দুই নাম্বারী' বলে লোকজন মন্তব্য করতে থাকে। ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, জেএসএস বিভিন্ন এলাকায় বৌদ্ধদের ক্যয়ং ঘরে তাদের রাজনৈতিক সভা করে বেড়াচ্ছে। এতে দায়ক দায়িকাদের চরম অসুবিধা হয় এবং ক্যয়ং-এর পবিত্রতা নষ্ট হয় বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। অনেক সময় ক্যয়ং পরিচালনা কমিটি জেএসএস-এর সন্ত্রাসীদের ভয়ে কোন প্রতিবাদ করতে পারে না। সন্তু চক্রটি এখন কোণঠাসা হয়ে জনসভা করতে না পেরে মন্দির ঘরে মিটিং করে ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগাতে চাচ্ছে। কিন্তু এটা তাদের জন্য বুমেরাং হয়েছে। জনগণ তাদের এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। ❑

পিসিপি রাঙ্গুনীয়া কলেজ শাখা কমিটি গঠিত

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙ্গুনীয়া কলেজ শাখার ৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন আহ্বায়ক কমিটি গত ৩রা এপ্রিল গঠিত হয়েছে। কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ কমিটি গঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন দেবাশীষ চাকমা। বক্তব্য রাখেন পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি শান্তিদেব চাকমা, কেন্দ্রীয় ডকুমেন্টেশন সম্পাদক সৌমিত্র চাকমা, বডিল চাকমা, প্রভুরঞ্জন চাকমা, রূপস তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ। সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিসহ রাঙ্গুনীয়া কলেজের জুম্ম ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। বক্তাগণ সকলেই রাঙ্গুনীয়া কলেজে পিসিপি শাখা গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। উক্ত সভায় ৭ সদস্য বিশিষ্ট রাঙ্গুনীয়া কলেজ শাখার আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন দেবাশীষ চাকমা, যুগ্ম আহ্বায়ক মংচাইক্রো মারমা ও সুশীল চাকমা, সদস্য সচিব রূপস তঞ্চঙ্গ্যা, সদস্য সাইমন মারমা, সইসাহ্লা মারমা ও হিমেল মারমা।

পিসিপি'র একদশক পূর্তি ৯ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল

২০শে মে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের আত্মপ্রকাশের একদশক পূর্ণ হচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে পিসিপি ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বন্দরনগরী চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয়ভাবে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের একদশক পূর্তি উদ্‌যাপন করা হবে।

শহরের প্রধান প্রধান সড়কে বর্ণাঢ্য মিছিল হবে। ২১ শে মে হতে ৯ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল হচ্ছে। পিসিপি'র অনুষ্ঠানে জাতীয় ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদগণ উপস্থিত থাকবেন।

সেনাবাহিনীর বড়কলক ঘেরাও-এর প্রতিবাদে পানছড়িতে মিছিল ও স্মারকলিপি পেশ

পানছড়ি প্রতিনিধি ॥ সেনাবাহিনী কর্তৃক বড়কলক গ্রামে হামলার প্রতিবাদে ২৩শে মার্চ '৯৯ সকাল ১০টায় পানছড়িতে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। পিসিপি ও পিজিপি পানছড়ি থানা শাখা কর্তৃক আয়োজিত মিছিলটি পানছড়ি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এরপর নেতৃবৃন্দ থানা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক বরাবরে ৩ (তিন) দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

উল্লেখ্য, গত ২১শে মার্চ পানছড়ি সেনা অধিনায়কের নেতৃত্বে সেনা ও পুলিশ বাহিনী যৌথভাবে বড়কলক গ্রামে পিজিপি-পিসিপি-এইচডব্লিউএফ দপ্তর ঘেরাও করে। এসময় তারা কালা মরত্ত্যা'কে বেদম মারধর করে এবং দুটি বাড়িতে তল্লাশী ও লুটপাট চালায়। ❑

পিসিপি কেন্দ্রীয় সভাপতি দীপায়ন খীসা গ্রেফতার

বান্দরবান প্রতিনিধি ॥ পুলিশ গত ১২ এপ্রিল চৌধুরী মার্কেটের সামনের এলাকা থেকে পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি দীপায়ন খীসা ও অপর দুই জন কর্মীকে গ্রেফতার করে।

ঐ দিন ছাত্রনেতা দীপায়ন খীসা অপর দুই ছাত্রনেতা উশোই চিং মারমা, সহ-সভাপতি বান্দরবান জেলা শাখা ও উচাই মারমা, সাংগঠনিক সম্পাদক বালাঘাটা শাখা সাংগঠনিক কাজ শেষ করে রাত ৮টায় বাড়ী ফিরছিলেন। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে ৩০ দিনের আটকাদেশ দিয়েছে। বর্তমানে তাদেরকে বান্দরবান জেলে আটক রাখা হয়েছে। দীপায়ন খীসা সাংগঠনিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করতে বান্দরবান যান। জানা যায়, জেএসএস-এর অনুরোধে ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে তাদেরকে আটক করা হয়েছে। ❑

সংগঠন সংবাদ

খাগড়াছড়িতে পুলিশের বর্বরতা ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিক্ষোভ সমাবেশ

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ঢাকা শাখা খাগড়াছড়িতে পিজিপি-এইচডব্লিউএফ-এর পূর্ব নির্ধারিত সম্মেলন বানচাল করতে পুলিশের বর্বরতা ও দুই কর্মী নিহত হওয়ার প্রতিবাদে ২৩ এপ্রিল এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হতে বিকাল ৪:৩০ মি: শুরু হওয়া মিছিলটি জাতীয় প্রেসক্লাব, পল্টন মোড়, শাহবাগ ঘুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি'তে এসে শেষ হয়। এরপর সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা শাখার সংগ্রামী সভাপতি ছাত্রনেতা প্রমেশ্বর চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ক্যহলা চিং মারমা, উষাগ্য মারমা, বেনজিন চাকমা, মিঠুন চাকমা প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ২২ এপ্রিল পিজিপি ও এইচডব্লিউএফ -এর সম্মেলন ও কাউন্সিল বানচাল করার উদ্দেশ্যে সরকার ও সন্ত চক্র পরিকল্পিতভাবে পুলিশের সাহায্যে হামলা চালায়। ইউপিডিএফ-এর নেতৃত্বে তিন সংগঠন যখনই গণতান্ত্রিকপন্থায় পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন জোরদার করছে তখনই সন্ত চক্র "জুম্ম দিয়ে জুম্ম ধ্বংস করার" সরকারী নীল নক্সা বাস্তবায়নের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তারা গত এক বছরে পিসিপি ও পিজিপি'র ৮ জন নেতা-কর্মীকে হত্যা করেছে। ২২ এপ্রিলের পুলিশী হামলা এর সর্বশেষ সংযোজন।

বক্তারা ২২ এপ্রিল হত্যাকাণ্ডের জন্য সরাসরি সরকার ও সন্ত চক্রকে দায়ী করে বলেন, তথাকথিত চুক্তির পর জুম্ম জনগণের সাথে বেঈমানী করে জেএসএস এখন বুঝতে পেরেছে তাদের পায়ের তলায় আর মাটি নেই। তাই তারা হত্যার রাজনীতির পথ বেছে নিয়েছে। বক্তারা সন্ত চক্রকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন হত্যা, গুম, অপহরণ ও ষড়যন্ত্র করে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাবে না। ইউপিডিএফ-এর নেতৃত্বে তিন সংগঠন জুম্ম জনগণ সন্ত চক্রের বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিৎ জবাব দেবে।

বক্তারা সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন গ্রেফতার, মিথ্যা মামলা তথা দমন পীড়ন চালিয়ে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাবে না। ২২ এপ্রিল ঘটনায় পুলিশের সাজানো মামলা প্রত্যাহার, গ্রেফতাকৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি এবং পিসিপি সভাপতি দীপায়ন খীসা সহ সকল রাজবন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। সমাবেশে ঘটনায় আহতদের সুচিকিৎসা সহ ষড়যন্ত্রকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করা হয়।

আমাদের চট্টগ্রাম প্রতিনিধি জানিয়েছেন, পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখা খাগড়াছড়ি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ২৩ এপ্রিল এক প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। প্রতিবাদ মিছিলটি শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রেস ক্লাবে এসে শেষ হয়। এরপর সেখানে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম মহানগর শাখার আহ্বায়ক ছাত্রনেতা সহদেব চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি শান্তিদেব চাকমা, সহ-সাধারণ সম্পাদক কংচাই মারমা। এ ছাড়াও সংহতি বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আমির আব্বাস তাপু।

সমাবেশে বক্তারা সন্ত চক্র ও প্রশাসনকে অভিযুক্ত করে বলেন, পিজিপি ও এইচডব্লিউএফ-এর সম্মেলনকে বানচাল করে দিতে পুলিশকে নির্দেশ দেয়া হয়। পুলিশ সম্মেলনে আসা নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর কোন সতর্কতা ছাড়াই গুলি চালায়, এতে দুই কর্মী পুতুল চাকমা ও সুরমণি চাকমা ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং আহত হন শতাধিক। এ হত্যার দায়দায়িত্ব সন্ত চক্র ও প্রশাসনকে নিতে হবে। হত্যাকাণ্ডের চক্রান্তকারীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। সমাবেশে বক্তারা এ ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানান। ❑

বান্দরবানে অশুভ শক্তি প্রতিরোধ দিবস পালিত

বান্দরবান প্রতিনিধি ॥ দুই নাম্বারীদের ষড়যন্ত্র চক্রান্ত প্রতিহত করে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বান্দরবান জেলা শাখার উদ্যোগে ১৫ই মার্চ "অশুভ শক্তি প্রতিরোধ দিবস" সুষ্ঠভাবে পালিত হয়েছে।

১৯৯৫ সালের এই দিনে পিসিপি জেলা শাখার কাউন্সিল ও সম্মেলনকে পণ্ড করে দেয়ার হীন উদ্দেশ্যে সরকারের দালাল সাচিং প্রু জেরীর ষড়যন্ত্রে বান্দরবান শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। কিন্তু পিসিপি'র অকুতোভয় সেনানীরা সেই ষড়যন্ত্রমূলক ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে কাউন্সিল ও সম্মেলন করার উদ্যোগ নেয়। সেদিন প্রশাসন পুলিশ, সেনাবাহিনী ও সেটেলারদের দ্বারা সম্মেলন পণ্ড করে দিতে ব্যর্থ হলে তারা পাহাড়ীদের উজানীপাড়া, মধ্যম পাড়ার শত শত ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয় এবং লুটপাট চালায়। এই দিনটিই এখন প্রতি বছর বান্দরবানে "অশুভ শক্তি প্রতিরোধ দিবস" হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। বিকাল ৪টায় বনফুল সিনেমা হল সংলগ্ন মাঠ থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে বান্দরবান প্রেস ক্লাবের সামনে এসে সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রনেতা উশোই চিং মারমা। এতে বক্তব্য রাখেন সঞ্চয় চাকমা, সচিব চাকমা, ক্যাহলা চিং মারমা ও উচাই মারমা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ১৯৯৫ সালের এই দিনে সরকার পিসিপি'র সম্মেলন বানচাল করে দেয়ার ষড়যন্ত্র চালায়, ১৪৪ ধারা জারি করে এবং পুলিশ, সেনাবাহিনী ও সেটেলার লেলিয়ে দিয়ে পাহাড়ীদের ওপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা জুম্মদের শত শত ঘরবাড়ী আগুন ধরিয়ে দেয়। কিন্তু সকল ষড়যন্ত্র দমনপীড়ন সত্ত্বেও পিসিপি ও তার সহযোগী সংগঠন সমূহের নেতৃত্বে আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যায়। ষড়যন্ত্রকারীরা জনতার আন্দোলনে পিছু হতে বাধ্য হলেও তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের এখনো শেষ হয়নি। এদের সাথে বর্তমানে যোগ দিয়েছে জাতীয় বেঈমান, আদম বেপারী সন্ত চক্র। এই সন্ত চক্রই এখন নানা ভাবে জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তিন সংগঠনের কর্মীদের হত্যা, গুম, অপহরণ করছে। বক্তারা গণদুশমন সন্ত চক্রকে প্রতিহত করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, জাতীয় বিশ্বাসঘাতক সন্ত চক্রকে প্রতিহত না করে জনতার আন্দোলনকে বেগবান করা সম্ভব নয়।

যথাযোগ্য মর্যাদায় ৪ঠা এপ্রিল পালিত

৪ঠা এপ্রিল '৯৯ শহীদ প্রদীপ লাল ও কুসুম প্রিয় চাকমার ১ম মৃত্যুবার্ষিকী পূজগাং উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে সকাল ৯.০০টায় শোক র‍্যালী ও শহীদদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পন করা হয়। এর পর পূজগাং স্কুল মাঠে এক শোক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউপিডিএফ-এর সদস্য দীপ্তি শংকর চাকমা। সভাপতিত্ব করেন গণপরিষদ পানছড়ি থানা কমিটির সভাপতি বুদ্ধ মুনি চাকমা। বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা কংচাই মারমা, অনিমেষ চাকমা রিংকু, দেবোত্তম চাকমা, অরুণ কুমার চাকমা, প্রাক্তন উপজেলা চেয়ারম্যান জগদীশ চন্দ্র চাকমা, প্রদীপ লাল চাকমার বিধবা স্ত্রী বিজয়া খীসা ও গণপরিষদ পানছড়ি থানা কমিটির সম্পাদক সুজন্তী প্রসাদ দেওয়ান প্রমুখ।

পিসিপি জুরাছড়ি থানা শাখা কমিটি গঠিত

সুবলং প্রতিনিধি ॥ গত ২২ মার্চ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ জুরাছড়ি থানা শাখার নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। স্থানীয় হাই স্কুল মাঠে আয়োজিত আলোচনা সভা শেষে এই কমিটি গঠন করা হয়।

সুবলং শাখার সভাপতি শান্তি প্রিয় চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক রূপক চাকমা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জ্যোতির্ময় চাকমা, সুবলং শাখার সাধারণ সম্পাদক নিরুপম চাকমা, চন্দ্রমোহন চাকমা, যুদ্ধশ্বর চাকমা (রূপন), রকি চাকমা প্রমুখ।

বক্তাগণ পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন বেগবান করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন, জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার ঐতিহাসিক দায়িত্ব এখন বর্তমান তরুণ প্রজন্মের কাঁধে বর্তিয়েছে। প্রত্যেক তেজোদ্দীপ্ত নির্ভিক তরুণকে এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। তারুণ্যের অমোঘ শক্তিই সকল বাধা চুরমার করতে পারে, সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। জুরাছড়ির যুব সমাজ ও প্রতিবাদী জনতা নব গঠিত পার্টি, হতাশাক্লিষ্ট মানুষের আশা আকাংখা ও ভরসার স্থল ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের নেতৃত্বে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত রয়েছেন বলে আশ্বস্ত করা হয়। পরে প্রিয়তম চাকমাকে আহ্বায়ক, সুজল চাকমা ও বিপ্লব চাকমাকে যুগ্ম আহ্বায়ক ও পলাশ চাকমাকে সদস্য সচিব করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। ❑

১০ এপ্রিল লোগাং গণহত্যা দিবস পালিত

পানছড়ি প্রতিনিধি ॥ লোগাং গণহত্যায় নিহতদের স্মরণে সকাল ১১টায় লোগাং বাবুড়া পাড়ায় পিসিপি পানছড়ি থানা কমিটির উদ্যোগে এক শোক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি অরুণ কুমার চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ শোক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন খাগড়াছড়ি জেলা পিসিপির সাধারণ সম্পাদক ছোটমনি চাকমা, ছাত্রনেতা দেবোত্তম চাকমা, কালোপ্রিয় চাকমা, সুনীল চাকমা, জগদীশ চাকমা, তরুণ বিকাশ চাকমা ও পাহাড়ী গণ পরিষদ পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি বুদ্ধমুনি চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক সুজন্তী প্রসাদ দেওয়ান প্রমুখ। এর আগে সকাল ১০টায় নিহতদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পন করা হয়। ❑

সম্পাদকীয়

স্বাধিকার ❑ ৩ মে, ১৯৯৯ ❑ বুলেটিন নং ১১

রক্তে লেখা ২২ এপ্রিল
পুতুল-সুরমণি স্যালুট তোমাদের

পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বজনহারা শোকাবহ হৃদয়- মুষড়ানো অশ্রুভেজা অসংখ্য দিনের পাশে সংযোজিত হলো আরো একটি দিন ২২ এপ্রিল। লড়াই সংগ্রামের ইতিহাসে স্বজনহারা শোকের সাথে যুগপৎ স্থাপিত হলো সাহসিকতা আর বীরত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রক্তের অক্ষরে রচিত হলো পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবি।

পুলিশের বাধা, লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস আর গুলির মুখেও হাজার হাজার জনতা পিজিপি-এইচডব্লিউএফ কর্তৃক আহুত কেন্দ্রীয় সম্মেলনে যোগ দিয়ে আবারো পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দাবির প্রতি ব্যক্ত করলো পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের রায়। সংহতি একাত্মতা প্রকাশ করলো পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন সংগ্রামের সাথে। প্রত্যাখ্যান করলো সরকার ও জনসংহতি সমিতি নামধারী গোষ্ঠিটির মধ্যে সম্পাদিত "পার্বত্য চুক্তি"। কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়ে দিতে চাইলো আঞ্চলিক পরিষদ গ্রহণেচ্ছু তথাকথিত জনমত জরিপকারী সরকারী চর, ভণ্ড ও প্রতারকের মুখে ঝাড়ু মেরে।

রক্তে লেখা ২২ এপ্রিল সহযোদ্ধা হারানোর শোক দুঃখ আমাদের শুধু ব্যথিত করে তুলে না, একই সাথে এদিন ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত আর অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আমাদের যোগায় নবপ্রেরণা। সমাজ-জাতির অনিষ্টকারী, জাতীয় শত্রু, গণদুশমন, দুর্বৃত্ত, ষন্ডা-গুন্ডা-পান্ডা আর অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই সংগ্রাম করতে দেয় মন্ত্রণা। ২২ এপ্রিলের চেতনা আমাদেরকে অধিকার প্রতিষ্ঠার সুমহান আন্দোলনে আরো নির্ভীক, প্রতিবাদী, কষ্ট সহিষ্ণু, বিনয়ী, দায়িত্বশীল, শৃঙ্খলাপরায়ন, সুখে-দুঃখে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাথী সহযোদ্ধাদের সাথে সহভাগী হতে এবং প্রকৃত সংগ্রামী হবার গুণাবলী অর্জন করতে শিক্ষা দেয়।

২২ এপ্রিলের অভিজ্ঞতা- আমাদেরকে সংগ্রাম চালানোর পাশাপাশি শত্রুকে সহায়তাদানকারী, জনমনে অযথা বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী গুজব ও অপপ্রচারণায় লিপ্ত, পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার ষড়যন্ত্রে জড়িত ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার ধান্ধায় মশগুল, সংগঠন ও আন্দোলন হতে সুবিধা আদায়ের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত, শৃঙ্খলাভঙ্গকারী, ফাঁকিবাজ, বাচাল, প্রতারক, আত্মস্বার্থকামী সুযোগ সন্ধানী, জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করায় সিদ্ধহস্ত ... ... এ ধরনের আর্বজনা ও আগাছা যাতে আন্দোলন ও সংগঠনকে গ্রাস করতে না পারে সেদিকে সাচ্চা সংগ্রামীদেরকে সদা সর্তক ও সজাগ থাকার কথা মনে করিয়ে দেয়। যে কোন ধরনের ছদ্মবেশী সরকারী চরের অনুপ্রবেশ থেকে সংগঠনকে রক্ষা করতে বলে। সমাজ জাতির স্বার্থ রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর মতো থাকতে শিক্ষা দেয়।

শহীদ পুতুল ও শহীদ সুরমণি আজ আর আমাদের মাঝে নেই। আমরা আর কোনদিন ফিরে পাবো না এই দুই একনিষ্ঠ সহযোদ্ধাকে। নিজেদের রক্ত দিয়ে তারা পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে বীরত্বের সাথে শহীদ হয়েছেন। শহীদদের স্মারক তালিকায় তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাদের কীর্তি ও সুমহান আত্মাহুতি চির অম্লান ও অক্ষয়।

সহযোদ্ধা পুতুল, সহযোদ্ধা সুরমণি স্যালুট তোমাদের। স্যালুট তোমাদের সাহসিকতা আর বীরত্বকে।

সম্মেলনে যোগ দিতে এসে যারা পুলিশের গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছেন তাদের প্রতি থাকছে আমাদের গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা। জনসংহতি সমিতির মদদপুষ্ট দুই নাম্বারীদের হামলার শিকার হয়ে যারা আহত হয়েছেন তাদের জন্যও থাকলো আমাদের আন্তরিক সমবেদনা। সেনাবাহিনী ও বহিরাগত অনুপ্রবেশকারীদের হাতে যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের দুঃখের সাথে আমরাও সমব্যথী। যারা টিয়ারগ্যাস, লাঠিচার্জ আর রাবার বুলেটের আঘাতে আহত হয়েছেন তাদের কষ্টের আমরাও সমভাগী।

আহত-আক্রান্ত বন্ধুরা শারীরিকভাবে যন্ত্রণাদগ্ধ হচ্ছেন, আমরা হচ্ছি মানসিকভাবে। খাগড়াছড়ি সদরের নারাঙহিয়া, খবংপুজ্যা, পেরাছড়া, মা'জন পাড়া আর গোলাবাড়ী, ঠাকুরছড়া, মালছড়ার অধিবাসীরা সম্মেলন সফল ও সার্থক করতে যে আন্তরিক সহায়তা দিয়েছেন- তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

হত্যাকারী চক্রান্তবাজ সরকারী চরদের কবর পার্বত্য চট্টগ্রামে একদিন না একদিন রচিত হবেই। সহযোদ্ধা পুতুল-সুরমণি নিশ্চিত জেনো, যারা তোমাদের জীবন ছিনিয়ে নিয়েছে, আমরা তাদের কেরামতির মুখোশ ছিঁড়ে ফেলবো। তোমাদের রক্তের বদলা আমরা নেবোই পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আদায়ের মাধ্যমে।

রক্তে লেখা পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের পতাকা আমরা রাখবো সদা সর্বদা সমুন্নত। পূর্ণস্বায়ত্তশাসন অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরবো না। নির্যাতিত দুঃখী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা না করে আমরা ক্ষান্ত হবো না।

No Full Autonomy, No Rest.

সন্তু লারমা চক্র আসলে কি চায়?

সত্যদর্শী

পত্র পত্রিকার রিপোর্টে এবং অন্যভাবে জানা গেছে যে জনসংহতি সমিতি বেশ কিছু দিন আগে থেকে "জনমত জরিপ" চালাচ্ছে। জরিপের বিষয় হচ্ছে জেএসএস তথাকথিত আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে কি করবে না- এ সম্পর্কে বিভিন্ন জনের মতামত যাচাই। সন্তু লারমা এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি ঘুরে এসেছেন। জরিপের ফলাফলও তিনি প্রকাশ করেছেন। বলেছেন "জনগণ" নাকি চায় তারা ক্ষমতা গ্রহণ করুক।

সন্তু চক্রের এইসব কাণ্ড কারখানা রাজনৈতিক ভাওতাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়। সাধারণ লোকজনের সাথে এ এক রঙ্গ তামাসা। কারণ সরকার অন্তর্বর্তী আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের পর পরই চুক্তি মাফিক তা করা হয়নি এই অভিযোগে সন্তুবাবু সেদিন দাঁত খিঁচিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন। রাঙামাটি স্টেডিয়ামে বলেছিলেন তিনি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে রক্ত দেবেন। আন্দোলন করবেন বলেও হুমকি দেন। এসব সত্ত্বেও সরকার তার অবস্থান থেকে এক চুলও নড়েনি। আর সন্তু লারমা এখন মিছেমিছি জনগণকে জড়িয়ে বলছেন জনগণ চায় তারা ক্ষমতা গ্রহণ করুক। চাকমা ভাষায় এটাকে বলে "লাজ ঘুরানা"।

সন্তু চক্রের যদি সত্যি সদ্ ইচ্ছা থাকতো, জনমতের যদি তারা তোয়াক্কা করতেন তাহলে তারা চুক্তির পূর্বে জনগণের মতামত নিতেন। আলোচনার অগ্রগতি, চুক্তির বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতেন। কিন্তু তখন তারা এসব কিছুই প্রয়োজন মনে করেন নি। সাধারণ লোকজনকে জানানো দূরের কথা, সন্তু চক্র আলোচনা ও চুক্তি সম্পর্কে তার দলের কর্মিদেরও অবগত করার প্রয়োজন বোধ করেনি। উল্টো এ সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করেছিলেন। প্রশ্ন করলে বা জানার আগ্রহ প্রকাশ করলে চোখ রাঙিয়ে মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সাধারণ জনগণ ও কর্মিদেরকে অন্ধকারে রেখে সন্তু চক্র তাদের ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করার উদ্দেশ্যে তড়িঘড়ি করে আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে আপোষনামায় স্বাক্ষর করেছিলেন। জনগণের পক্ষে (?) চুক্তি করলেন জনগণকে না জানিয়ে। আর এখন "জনমত যাচাই" করছেন কোন্ ঠেকাই পড়ে? জনগণের কাছে এখন সবকিছু পরিষ্কার। কাজেই তারা সন্তু চক্রের বিশ্বাসঘাতকামূলক ক্রিয়াকর্মের অংশীদার হতে পারে না। সন্তু চক্রকে একটা বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া দরকার : আপনারা সরকারের কোলে উঠবেন নাকি পিঠে চড়বেন সেটা আপনাদের ব্যাপার। তবে মিছেমিছি জনগণের নাম ভাঙাবেন না। জনগণ আপনাদের সুবিধাবাদী Scheme-এর অংশীদার হবে না। আপনাদের Scheme- এর মধ্যে তাদের কোন স্বার্থ নেই। একমাত্র পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের মধ্যেই রয়েছে জনগণের স্বার্থ ও ভবিষ্যত। কাজেই সাবধান !

আরও একটি কথা। পাহাড়ী গণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন যখন চুক্তির আগে ১০ মার্চ ১৯৯৭ প্রথম পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবি উথাপন করে, তখন সন্তু লারমা "ঘিলা ব্যাঙের মতো ফুলে" তার বিরোধিতা করেছিলেন। পূর্ণস্বায়ত্তশাসন শব্দটি রাজনৈতিক অভিধানে নেই, কোন দেশের আন্দোলনের ইতিহাসে এই দাবির সাক্ষাত পাওয়া যায় না -- ইত্যাদি কথা বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল। শুধু তাই নয়, পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরার অপরাধে সুবলং-এ পিসিপি কর্মিদের ওপর অমানুষিক শারিরীক নির্যাতন চালানো হয়।

পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দাবি অযৌক্তিক কিংবা রাজনৈতিক ভুল হলে তা যুক্তি ও তথ্য দিয়ে জেএসএস নেতৃবৃন্দ তাদের বুলেটিনের মাধ্যমে জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। কিন্তু তা তারা করেননি। যুক্তির বদলে তারা পেশী শক্তি ব্যবহার করেছিলেন।

তবে চুক্তির পর পূর্ণস্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে সন্তু চক্র তাদের সুর পাল্টাতে বাধ্য হয়েছে। তিন সংগঠনের এই দাবির প্রতি জনগণের ব্যাপক সমর্থন দেখে তারা এখন বলছে যে, তারাও চায় পূর্ণস্বায়ত্তশাসন, এই দাবি তাদেরও ছিল তবে "বাস্তবতার" কারণে তা বাদ দিতে হয়েছে-- ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু নীতিভ্রষ্ট সন্তু চক্রের কথা ও কাজের মধ্যে কোন মিল নেই। তারা বলে একটা, করে আর একটা। জেএসএস যদি সত্যিকারভাবে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন চায়, এই দাবির প্রতি সামান্যতম সমর্থন থাকে, তাহলে যারা পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের জন্য লড়াই সংগ্রাম করছে তাদের ওপর সেনাবাহিনী-মুখোশ-পুলিশ-দুইনাম্বারীদের সাথে জোট বেঁধে দমন পীড়ন চালানোর মানেটা কি? পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন জোরদার হলে সরকার ও সেনাবাহিনীর কায়েমী স্বার্থবাদী অংশটি ক্ষেপে উঠলে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু জনগণের এই আন্দোলনে বাধা দিয়ে সন্তু চক্র কাদের লাভবান করছে? তারা যা বলেছে তা সঠিক হলে'তো পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন বেগবান হলে তাদের খুশী হবারই কথা। অথচ শ্রীমুখে তারা পূর্ণস্বায়ত্তশাসন চায় বলে প্রচার করছে, আর অন্যদিকে কাজে কর্মে প্রত্যক্ষভাবে বাধা দিচ্ছে। পূর্ণস্বায়ত্তশাসনপন্থীদের খুন, অপহরণ ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচী বানচাল করে দেয়ার জন্য জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এক কথায় সন্তু চক্র এখন গণবিরোধী চরম ধ্বংসাত্মক খেলায় মেতে উঠেছে।

এক সময় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্থ করার জন্য সেনাবাহিনী আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছিল। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কোন শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক কর্মসূচী ঘোষণা করলে তা বানচাল করে দেয়ার হীন উদ্দেশ্যে পাল্টা হিসেবে পার্বত্য গণ পরিষদ নামধারী সন্ত্রাসীদের দিয়ে একই সময়ে একই স্থানে সভা আহ্বান করাতো। পিসিপি সংঘর্ষ এড়াতে কর্মসূচীর স্থান পরিবর্তন করলেও গায়ে পড়ে হামলা চালানো হয়েছিল।

জনসংহতি সমিতির সন্তু চক্র বর্তমানে একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। পাহাড়ী গণ পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ সম্মেলন ভণ্ডুল করে দিতে জেএসএস-সরকারের মিলিত ষড়যন্ত্র এখন গোপন কোন বিষয় নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির এবং সংগঠনের গণতান্ত্রিক পন্থায় সভা সমাবেশ করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে, কোন মতলবে পাহাড়ী গণ পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ সম্মেলনের মাত্র একদিন আগে দুই নাম্বারীদের দিয়ে একই সময়ে একই স্থানে সমাবেশ (?) আহ্বান করানো হয়েছিল? কেন সম্মেলনের জন্য গাড়ী ভাড়া না দিতে চিঠি দিয়ে খাগড়াছড়ি জীপ মালিক সমিতিকে হুমকি দেয়া হয়েছিল? কেন লতিবানসহ দুই একটি এলাকা থেকে চিহ্নিত অপরাধী সন্ত্রাসীদের মহাজনপাড়ায় এনে জড়ো করা হয়েছিল? ২১ তারিখ সম্মেলনের একদিন আগে সশস্ত্র মহড়া এবং জেএসএস-এর পিকআপ ভ্যানে চড়ে সশস্ত্র হয়ে রাস্তায় ঘোরাফিরা করার উদ্দেশ্যটা কি? ষড়যন্ত্রবাজ সন্তুচক্রের কাছে এর কোন উত্তর নেই। কিন্তু এর উত্তর জনগণের জানা আছে। তারা সম্মেলনের দিনে আংশিক এই উত্তর দিয়েছেন। বাকী জবাব জনগণ যথাসময়ে দেবেন।

সাধারণ মানুষের মনে এখন বিরাট প্রশ্ন, সন্তু চক্র আসলে কি চায়? তার মাথা আসলেই কি ঠিক আছে? ইউপিডিএফ জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের কর্মসূচী ঘোষণা দিয়েছে। জেএসএস যদি সত্যিই জনগণের জন্য মঙ্গল চায়, যদি সৎ সাহস থাকে তাহলে এর চাইতে ভালো গ্রহণযোগ্য কর্মসূচী নিয়ে মাঠে নামুক। জনগণ এককাট্টা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। "চুক্তি বিরোধীদের"কে খুন, অপহরণ ও (স্পাই-এর মতো) পুলিশের হাতে তুলে দিলে জনগণের এবং আন্দোলনের জন্য কোন কল্যাণ হবে না। এতে কায়েমী স্বার্থবাদী মহলই লাভবান হবেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, দু'দফা কর্মসূচী ছাড়া সন্তু চক্রের আর কোন কর্মসূচী নেই। এই দু'দফা কর্মসূচী হচ্ছে, এক. সরকারের পদলেহন করে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করা, এবং দুই. সরকার ও সেনাবাহিনীর সাথে আঁতাত করে দমন পীড়ন চালিয়ে যে কোন প্রকারে ইউপিডিএফ'কে ঠেকানো। সন্তু লারমা তার এই উদ্দেশ্য গোপন রাখেন নি। সম্প্রতি রাঙামাটি সার্কিট হাউজে বসে "অক্ষমের-ব্যর্থ- আস্ফালন করার পর তিনি সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে বলেছেন-- "চুক্তি বিরোধীদের" কঠোর হস্তে দমন করুন। সন্তু লারমা ও তার লেফটেন্যান্টদের বলতে চাই : অধঃপতন ও নীচুতারও সীমা থাকা দরকার। নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গ করবেন না। ❑

"খাগড়াছড়ির ঘটনায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার খর্ব হয়েছে"

-ঘটনাস্থল থেকে ফিরে সাংবাদিক সম্মেলনে দেশের দুই বিশিষ্ট নাগরিক

[২২ এপ্রিল হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পাহাড়ী গণ পরিষদের যৌথ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে রাজনৈতিক নেতা, ছাত্রনেতা ও বরেণ্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ঢাকা থেকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট নেতা ফয়জুল হাকিম লালা সহ চারজন অতিথি এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য হায়দার আকবর খান রনোর সম্মেলনে উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত শারিরীক অসুস্থতার কারণে তিনি যেতে পারেননি। চট্টগ্রাম থেকে সম্মেলনে যোগদানের জন্য মুশতারী শফী, এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত ও বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সহসভাপতি আমির আব্বাস তাপুকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তারা ২২ তারিখ সকালে খাগড়াছড়ি পৌঁছেন। তাদের সাথে একই গাড়ীতে ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি তসলিমা আখ্‌তার লিমা ও আবেদা গুলরুক রুমু, যারা ঢাকা থেকে যোগ দেন।

অতিথিবৃন্দ খাগড়াছড়িবাসীদের সাথে ঐদিন সম্মেলন বানচালের ষড়যন্ত্র ও পুলিশী বর্বরতা প্রত্যক্ষ করে এক অনাকাংখিত অভিজ্ঞতা লাভ করেন। খাগড়াছড়ি থেকে ফিরে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেত্রী মুশতারী শফী ও হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের নেতা এডভোকেট রানা দাশ গুপ্ত ২৪ এপ্রিল চট্টগ্রামে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং তাদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। আমরা মুশতারী শফীর বাসভবনে আয়োজিত উক্ত সংবাদ সম্মেলনে পঠিত লিখিত বক্তব্যের মূল অংশটি প্রকাশ করছি।]

পার্বত্য এলাকায় ঢোকার পর থেকেই দেখতে পাই পূর্বেকার অস্থায়ী সামরিক ছাউনীগুলো যা যেভাবে ছিলো সেভাবেই আছে। জানতে পারি, দুর্গম পাহাড়ে যেখানে air dropping-র মাধ্যমে সেনাদের যাবতীয় রসদ সরবরাহ হতো শুধুমাত্র সে রকম ৭/৮টি অস্থায়ী সামরিক ছাউনী প্রত্যাহার করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি সদর থেকে ৫২ কিঃ মিঃ আগে মাটিরাংগায় আনুমানিক বেলা ১১টার দিকে পৌছলে দেখতে পাই লোকভর্তি তিনটি বাস দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় শ' খানেক পুলিশ, বিডিআর এগুলোকে সামনের দিকে এগুতে দিচ্ছে না। কয়েকজন যুবক বাস থেকে নেমে পায়চারী করছে। ওরা জানতে চাইছে, কেন তাদের সমাবেশস্থলে যেতে দেয়া হচ্ছে না। আমাদের বহনকারী মাইক্রোবাসটিও নজরদারী এড়ালো না। খানিকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তা ছেড়ে দেয়া হলো। খাগড়াছড়ি পৌরসভা এলাকার জিরো মাইলের (যা এখন বংগবন্ধু স্কোয়ার নামে পরিচিত) কাছাকাছি আমাদের মাইক্রোবাস আনুমানিক পৌনে বারোটায় পৌঁছলে দেখতে পাই ভিন দিক থেকে আসা প্রায় ১৫/১৮টি বাস দাঁড়িয়ে আছে। এর প্রায় হাজার খানেক মানুষ যত্রতত্র বসে আছে, পায়চারী করছে। সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় শ দেড়েক পুলিশ-বিডিআর এর দল। ওরাও জানে না কেন তাদের খাগড়াছড়ি ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। আমাদের বহনকারী মাইক্রোবাস সম্মেলনস্থলের কাছাকাছি প্রায় ১২টার দিকে আসতেই দেখি পুলিশ-বিডিআরের একটি ছোট্ট দল পায়চারী করছে আর রাস্তার পার্শ্বে এক চায়ের দোকানে কয়েকজন পুলিশ উপজাতীয় সাত-আট জন নিয়ে ঘনিষ্ট আলাপচারিতায় রত। সামনে সম্মেলনস্থলের বিশাল মাঠ একেবারেই জনশুণ্য।

সম্মেলনস্থানের আনুমানিক ২০০ গজ দূরেই পাহাড়ী বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী শ্রী অনন্ত বিহারী খীসার বাসভবনের পৌঁছার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সংবাদ আসে সম্মেলনের আয়োজকরা যাবতীয় প্রশাসনিক বাধার কারণে সম্মেলন স্থগিত করে দিয়েছেন। সেখানে গিয়ে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক জোট নেতা ডাঃ ফয়জুল হাকিম লালার সাক্ষাৎ পাই। জানতে পারি, ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা জনাব হায়দার আকবর খান রনো শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে শেষ মুহূর্তে ঢাকা থেকে আসতে পারেননি।

সমাবেশ স্থগিতের সংবাদ পাওয়ার পর শ্রী খীসার বাসভবনের সামনের আংগিনায় বসে নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় রত ছিলাম কেন এ সম্মেলন বানচালের এত আয়োজন তা নিয়ে। বিশ-পনেরো মিনিটের মাথায় খাগড়াছড়ি ষ্টেডিয়ামের দিক থেকে গুলির শব্দ শুনি। হিল উইম্যান্স ফেডারেশনের দুইজন নেত্রী দৌঁড়ে এসে খবরটা দিয়েই ডাঃ ফয়জুল হাকিম লালাকে স্থানীয় হাসপাতালে যাওয়ার অনুরোধ জানান। তিনি তাঁর এক সহকর্মীকে নিয়েই ছুটে গেলেন। চোখের সামনেই দেখলাম সামনের রাস্তা দিয়ে এম্বুলেন্স সাইরেন বাজিয়ে বাজিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটছে। মিনিট বিশেকের মধ্যে ডাঃ ফয়জুল এসে জানালেন, পুলিশের গুলীতে একজন মারা গেছে। বারো-তেরো জন আহত হয়েছে। এর মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর। আলাপচারিতার এ সময়েই আবারো খবর পেলাম জিরো মাইলের কাছে অপেক্ষামান নিরীহ নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চলেছে। দু'জন মারা গেছে। বিশ-পঁচিশ জন আহত হয়েছে। এর মধ্যে একটি লাশ গুম করা হয়েছে। পথের নানান জায়গা থেকে বেশ কয়েক জনকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চোখের সামনেই রাস্তার উপর পুলিশের উপস্থিতিতে কতেক সন্ত্রাসী অনন্ত খীসার বাসভবনে ঢোকার গলির সামনে দন্ডায়মান পথচারীদের ধাওয়া করতে দেখলাম।

আমরা জেনেছি পাহাড়ী গণ পরিষদ ও হিল উইম্যান্স ফেডারেশনের জাতীয় সম্মেলনের দিন-ক্ষণ-স্থান বহু পূর্বেই নির্ধারিত ছিলো। লিফলেট পোষ্টার ইত্যাদির মাধ্যমে তা বেশ কিছুদিন ধরে প্রচারিত হয়ে এসেছে। সংশ্লিষ্ট উর্ধতন প্রশাসনিক কর্তাদের এ সম্পর্কে বহু পূর্বেই অবহিত করা হয়েছে। সম্মেলনস্থল ব্যবহারের অনুমতিও নেয়া হয়েছিলো। সম্মেলনের দিন বা তার আগের দিন সম্মেলনস্থলে কোনরূপ সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিলো না। এতদ্‌সক্রান্ত কোন আদেশের কপি আয়োজকদের যেমনি দেয়া হয়নি, তেমনি পূর্বাহ্নে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার, মাইকিং ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে তা অবহিত করা হয় নি। তা'ছাড়া খাগড়াছড়ির জনজীবনে সম্মেলনকে ঘিরে কোনরূপ অস্বাভাবিকতাও ছিলোনা। তাই গত পরশুর এই ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরীহ, শান্তিপ্রিয় নিরস্ত্র নাগরিকদের মৌলিক অধিকার খর্ব হয়েছে বলেই আমরা মনে করি। সম্যক অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়েছে আইনের শাসন, গণতন্ত্র ও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত শান্তি আনয়নে বিঘ্নসৃষ্টিকারী মহলবিশেষ পাহাড়ী জনগণের নিজেদের মধ্যে অহেতুক ভ্রাতৃঘাতী বিভেদ উস্কানী দিয়ে সমগ্র এলাকায় যাবতীয় বিভ্রান্তি ছড়ানোর নিমিত্তে পাহাড়ী গণ পরিষদ ও হিল উইম্যান্স ফেডারেশনের সম্মেলন নিয়ে এহেন সাজানো নাটকের অবতারণা করেছে এবং বিনা উস্কানীতে নিরীহ নাগরিকদের উপর সশস্ত্র হামলা ও গুলি চালিয়ে, মিথ্যা মামলা দিয়ে পরিস্থিতি ভিন্ন খাতে প্রবাহের চেষ্টায় রত হয়েছে। আমরা আরো গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছি ২২শে এপ্রিলের ঘটনায় গুলিতে আহত তের জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঐদিন বিকেলে নিয়ে আসা হয়। এর মধ্যে গুরুতর জখমী চার জনের মধ্যে তিন জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রাতের বেলায় অপারেশনের পরপরই পিঠে গুলিবিদ্ধ চতুর্থ জন কালামণি চাকমাকে অপারেশন থিয়েটারে নেয়ার পূর্বক্ষণেই পুলিশ, সামরিক বাহিনীও খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনের কতেক কর্মকর্তা মেডিকেলে এসে জানান যে, সামরিক হাসপাতালে অপারেশনের জন্যে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে। *কিন্তু সারারাত উক্ত গুলিবিদ্ধ জখমীর প্রচুর রক্তক্ষরণের মাধ্যমে অবস্থা সংকটাপন্ন হলেও অজানা কারণে তাকে ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতালে নিয়ে যাওয় হয়নি, আবার চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালেও অপারেশন হতে দেয়নি।* গতকাল সকালে পুলিশ কর্মকর্তা ও সামরিক কর্মকর্তাগণ পুণর্বার এসে জানান যে, তাকে সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে বলেও তাঁরা জানান। কিন্তু বেলা আনুমানিক দু'টোর দিকেও সামরিক হাসপাতালে নেয়ার কোন উদ্যোগ না দেখায় অবশেষে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার অপারেশনের উদ্যোগ নেন। *গুরুতর জখমী মরণাপন্ন রোগীকে নিয়ে এহেন প্রশাসনিক জঘন্য টানা হেঁচড়ার মধ্যে ব্যক্তির বেঁচে থাকার সাংবিধানিক নাগরিক অধিকারও লংঘন করা হয়েছে বলে মনে করি।*

আমরা বিশ্বাস করি পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের তাগিদে একটি নিরবচ্ছিন্ন গণতান্ত্রিক পরিবেশ সেখানে নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। এই গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করার তাগিদেই আমরা গত পরশু খাগড়াছড়িতে সংগঠিত সম্যক ঘটনার যথাযথ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন মনে করি। তদন্তের জন্য আমরা সকল মানবাধিকার সংগঠন, সংবাদ মাধ্যম ও সিভিক সংগঠনসমূহের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই। আমরা মনে করি, এহেন ঘটনার যথাযথ তদন্তের উপরেই পার্বত্য অঞ্চলের প্রকৃত পরিস্থিতি বেরিয়ে আসবে যা গণতন্ত্রকামী জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। সরকার বিশেষ করে প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও আমরা নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনার দাবী জানাই। আমরা মনে করি প্রকৃত সত্য উন্মোচনের মধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভবিষ্যত শান্তি ও স্বার্থ নিহিত। ❑

কাপ্তাই বাঁধের ভোগান্তি
নান্যাচর অঞ্চলে কঠিন জীবন যাত্রা

কাপ্তাই বাঁধের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে সব এলাকা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় তার মধ্যে নান্যাচর অন্যতম। বাঁধের আগে এ অঞ্চলে লোকজনের আর্থিক সচ্ছলতা ছিলো। অভাব অনটন কি তা লোকে টের পেতো না। কিন্তু বাঁধের ফলে অনেক এলাকার মতো নান্যাচরের অবস্থা হয়েছে সাংঘাতিকভাবে শোচনীয়।

নান্যাচরে প্রচুর উর্বর জমি থাকলেও সে সব এখন জলমগ্ন। এলাকার "বড়বিল" এক সময় বিখ্যাত ছিল। তা দেখলে ভাতের অভাব হবে বলে লোকের বিশ্বাস হতো না। কিন্তু আজ প্রতিটি ঘরে ঘরেই অভাব-অনটন লেগে আছে। জীবনযাত্রা এখন বড় কঠিন। হাড়ভাঙা খাটুনী করেও দু'মুঠো অন্ন সংস্থান হয়ে উঠে না।

হ্রদ এলাকায় এক বারই লোকে ফসল বুনতে পারে। ফেব্রুয়ারীর দিকে পানি কমতে থাকলে শীত মৌসুমের ফসল বুনতে ধুম পড়ে যায়। এই ফসল পাকে মে-জুন মাসে। এ সময় কাপ্তাই হ্রদের পানি বাড়ানো হলে পাকা ফসল ডুবে যায়, লোকে আর ফসল তুলতে পারে না। এই দৃশ্য হ্রদ অঞ্চলে বড় করুণ, মর্মান্তিক। কোন কোন বছর পানি থাকায় লোকজন ধান বুনতে পারে না। আবার কোন কোন বছর খরায় ক্ষেত পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। সাধারণ লোকের জীবন হয়ে পড়ে দুর্বিসহ।

যে সময় ফসল পানিতে ডুবে যায়, তখন সাধারণ লোকজন হ্রদে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। আগের মতো এখন মাছও আর পাওয়া যায় না। তাছাড়া মাছ ধরার ক্ষেত্রেও প্রতিযোগীতা, ফিশারী অফিসের দুর্নীতি-বাড়াবাড়ি, বহিরাগত জেলেদের দাপট, সেনাবাহিনীর টহল, পাহাড়ীদেরকে মাছ ধরতে নানাভাবে বাধাদান, নাম মাত্র দামে বড় বড় বাছাই করা মাছ ক্যাম্পে জোরপূর্বক নিয়ে যাওয়া, দিতে না চাইলে ক্যাম্পে আটকিয়ে রাখা, নানান ব্যাঘাত প্রতিবন্ধকতা জেলেদের জীবন বিষিয়ে তুলছে। ক্ষেত্র বিশেষে জেলেদেরকে জাল নিয়ে বসে থাকতে হয়। খাল-বিলে মাছ কমে যাওয়াও অনেক সংকটের মাঝে একটা সংকট। চাষযোগ্য জমি না থাকায়, ফসল ফলানোর অবস্থাও নেই। বাগানের ফলমূলের ন্যায্য দামও মেলে না। এলাকায় কোল্ড স্টোরেজও নেই।

কাপ্তাই হ্রদের জলসীমার উচ্চতা ফেব্রুয়ারীর প্রথমার্ধ হতে অগাস্ট পর্যন্ত ন্যূনতম সীমায় রেখে, হ্রদ এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের চাষাবাদ ও ফসল তোলার সুযোগ সৃষ্টি করার দীর্ঘদিনের দাবী প্রতিটি সরকারই উপেক্ষা করে চলেছে। যে সময় কাপ্তাই বাঁধ দেয়া হচ্ছিল, তখন লোকজনকে ঐ আশ্বাস দেয়া হয়েছিলো। জলসীমা বাড়ানো কমানোর সরকারী সিদ্ধান্ত ঢোল পিটিয়ে জনসাধারণকে জানানোর বিধান ছিলো। পাকিস্তান আমলে তা করা হলেও, বাংলাদেশ আমলে তা আর করা হচ্ছে না।

হ্রদ এলাকায় সাধারণ জনগণকে "ভাতে-পানিতে মারার" শাসকগোষ্ঠির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। খেয়ে-পরে মানুষের মতো মান-মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে লড়াই-সংগ্রাম করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। দিন দিন এই সত্য লোকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। অধিকার এমন একটা জিনিষ যা এমনি এমনি কেউ দেয় না। অধিকার ভিক্ষে করে মেলে না, ধার করে নেয়া যায় না। অধিকার ছিনিয়ে আনতে হয়, লড়াই সংগ্রাম করে। অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে কাপ্তাই হ্রদ এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ লোকজনকেও আর দর্শক হয়ে বসে থাকলে চলবে না। সংঘবদ্ধ হতে হবে। জনতার সংঘবদ্ধ শক্তিকে শাসকগোষ্ঠি ভয় পায়। অত্যাচার-নিপীড়ন-শোষণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে জবাব দিতে হবে। *বিশেষ প্রতিবেদক* ❑

শহীদ পুতুলের অন্তোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন

পানছড়ি প্রতিনিধি ॥ ২৪ এপ্রিল : পিজিপি ও এইচডব্লিউএফ-এর সম্মেলনে যোগ দিতে আসার সময় পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদ পুতুল চাকমার (১৯) অন্তোষ্টিক্রিয়া নিজ গ্রামে যথাযোগ্য মর্যাদায় সম্পন্ন হয়েছে।

পানছড়ি থানা সদর হতে দুই মাইল পূর্বে গোলকপতিমা ছড়ার অক্ষয় মেম্বার পাড়ায় অন্তোষ্টিক্রিয়ার সময় সেনাবাহিনীর হুমকীমূলক টহল দেয়ার কারণে তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত থাকতে পারেনি। শহীদ পুতুলের অন্তোষ্টিক্রিয়ার সময় এলাকার শত শত নারী পুরুষ অংশগ্রহণ করে। এ সময় সকলের চোখে মুখে ছিল শোকের কালো ছায়া।

জানা যায় পুতুল এলাকায় শান্ত, ধীরস্থির, প্রতিবাদী ও সাহসী হিসাবে পরিচিত ছিল। তার মৃত্যুর পর এলাকার জনগণের মধ্যে জেএসএস ও দুই নাম্বারীদের প্রতি ঘৃণা, ক্ষোভ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

হত্যার বিচার চাওয়া রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধ !

১২ এপ্রিল বান্দরবান জেলা সদরের চৌধুরী মার্কেটের সম্মুখ হতে পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সভাপতি দীপায়ন খীসা সহ তিনজন নেতাকে আটক করার পরদিনই তাদেরকে আদালতে প্রেরণ করা হয়। তাদের কাছ থেকে রাষ্ট্রবিরোধী প্রচারপত্র পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। কি ধরনের প্রচার পত্র ম্যাজিস্ট্রেট জানতে চাইলে - আদালতে বলা হয় যে তাদের কাছ থেকে পানছড়িতে কুসুম প্রিয় চাকমা ও প্রদীপ লাল চাকমা হত্যার ১ম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রচারিত লিফলেট পাওয়া গেছে। জানা যায়, ম্যাজিস্ট্রেট ঐ অভিযোগের ভিত্তিতে তাদেরকে ডিটেনশন দেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন না। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অনীহা সত্ত্বেও তা করতে হয়েছে।

উল্লেখ্য, উক্ত লিফলেটে সন্তু চক্রের লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত কুসুমপ্রিয় ও প্রদীপ লালের খুনীদের বিচার দাবী করা হয়েছিল, যা সরকারের স্বার্থান্বেষী কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের চোখে তথাকথিত রাষ্ট্রদ্রোহী বলে গণ্য হয়। ❑

পানছড়িতে গণপরিষদ কাউন্সিল সম্পন্ন

২৪ জানুয়ারী পাহাড়ী গণপরিষদ পানছড়ি থানা শাখার তৃতীয় কাউন্সিল সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বুদ্ধমুনি চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভায় প্রতিনিধিবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী সমাধান ও শান্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আন্দোলন বেগবান করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। পানছড়ি এলাকায় সম্ভাবনাময়ী উঠতি জননেতা ইউপি চেয়ারম্যান, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ থানা শাখার প্রাক্তন সভাপতি, গণপরিষদ নেতা কুসুমপ্রিয় ও পাহাড়ী গণপরিষদ পানছড়ি থানা শাখার প্রাক্তন সভাপতি প্রদীপ লালের খুনী সন্তু চক্রের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়ে জনগণকে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের পতাকাতলে সমবেত হতে আহ্বান জানান।

কাউন্সিলে বুদ্ধমুনি চাকমাকে সভাপতি ও সুজন্তী প্রসাদ দেওয়ানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট পানছড়ি থানা কমিটি গঠিত হয়। ❑

বিজ্ঞপ্তি

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর মুখপত্র হিসেবে স্বাধিকার প্রতি মাসে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়ন নির্যাতনের চিত্র, মুক্তিকামী মানুষের আশা আকাংখা ও লড়াই সংগ্রামের বিভিন্ন দিকসহ আরো অনেক বিষয় এতে স্থান পাবে। আমরা স্বাধিকারে তথ্য ও লেখা পাঠানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। --সম্পাদক মণ্ডলী

২২ এপ্রিল পুলিশী বর্বরতার শিকার

খাগড়াছড়ি স্টেটেডিয়াম এলাকায় পুলিশের হামলায় আহত কয়েকজন

গুলিবিদ্ধ গুরুতর আহতকে সহযোদ্ধারা নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন

জনসংহতি সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত ১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে (১৯৮৫ সংখ্যা) স্যুভেনির থেকে সংকলিত। আগের বক্তব্য এবং বর্তমান জনসংহতি সমিতির কথাবার্তা ও কার্যকলাপ মিলিয়ে দেখতে সুবিধে হবে বিবেচনা করে স্বাধিকার পাঠকদের জন্য এখানে কিছু উদ্ধৃতি ছাপা হলো।

** ... ঐসব উনপাঁজুরে বরা খুরের দল, যাদের বর্ষণ নেই গর্জনই সার,--কি বলিহারী ! নিজেদের দাবী করতো তাল পুকুর অথচ ঘটিও ডোবে না নির্লজ্জ পোড়ারমুখো-- যাদের কুত্তার ছালও নেই, তাদের আবার বাঘা নাম। বড্ডো হাস্যপদ !*

** ... এত দিন কাকতালীয় তেলীরা যে বৃত্তের মধ্যে ঘুরত সেখান থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে। কথায় বলে কুকুরের সামনে লোভনীয় মাংস খণ্ড রাখলে খেতে পাক না পাক লেজটা অন্ততঃ নাড়তে বাধ্য।*

** ... তারা পরের ধনে পোদ্দারী করতে হারামী সংবাদপত্র 'বনভূমি ও গিরি দর্পন'কেই মুখপত্র করে নেয়। তখন অপপ্রচারের সে কি বাহার !*

** ... যে বিভেদপন্থীরা পার্টিকে আপোষপন্থী বলে নিন্দা করতো, যারা নিজেদের দাবী করতো নিখোঁদ দেশপ্রেমিক বলে, সেই বিভেদপন্থীরা পরিণামে ২৯শে এপ্রিল, ১৯৮৫ ইং তারিখে রাঙ্গামাটির স্টেডিয়ামে শত শত জনতার সামনে অতি নির্লজ্জভাবে শত্রুর কাছে সশস্ত্রভাবে আত্ম-সমর্পণ করে। সেদিনই পদদলিত হয়েছিল তাদের সেই নিখাদ দেশপ্রেম, বানপ্রস্থে গিয়েছিল তাদের সেই আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি। তারা আজ গণধিকৃত ও নিন্দিত কারণ তারা পাপী, তারা অসুর, তারা বিকারগ্রস্থ মানুষের অপচ্ছায়া। জনগণ এখন তাদেরকে মরা কুকুরের মতই ব্যবহার করেন। তারা এখন বাংলাদেশ সরকারের রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, কাপ্তাই, খাগড়াছড়ি ও মানিকছড়ির ভিন্ন ভিন্ন সুরক্ষিত মনোহর মিউজিয়ামে অবস্থান করছে।*

** যেহেতু সুবিধাবাদ হচ্ছে একটা ক্ষয়কারক এবং সংগ্রামকে বর্জন করে, সেহেতু দলের অভ্যন্তরে এই সুবিধাবাদীদের উপস্থিতিতে পার্টির কর্মক্ষমতা ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিল। এই অশুভ শক্তির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তা নিজে যেমন এগিয়ে যেতে অক্ষম তেমনি অপরকেও বাধা প্রদান করে।*

** ... বিভেদপন্থী হোতাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে আমৃত্যু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যাওয়া। এদের ষড়যন্ত্রের শেষ নেই। তারা নিজের নাক কেটে হলেও অপরের যাত্রা ভঙ্গ করতে সঙ্কল্পবদ্ধ। প্রয়োজনে নতজানু হতে দ্বিধা করে না--- আবার সুযোগে পরের মাথায় কাঁঠালভেঙ্গে খেতেও ওস্তাদ। ... তাদের চেহারা দেখতে ঠিক মৃত বানরের মত হলেও এখনও একদিকে সরকারের দালালী ও লেজুর বৃত্তি করেছে, অন্যদিকে কুটনৈতিক ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের হীন ব্যক্তি স্বার্থের কারণে তারা অতীতে যেমন ষড়যন্ত্র করেছিল, বর্তমানেও করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তাই করবে। তাদের এই চরিত্র মজ্জাগত। অবশ্য এই খোলসটি উন্মোচিত হয়ে পড়লে তারাও বিদেশের চিড়িয়াখানায় অষ্ট্রেলিয়ান ক্যাঙ্গারুর মত প্রদর্শন যোগ্য হয়ে পড়বে।*

চট্টগ্রামে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বিশেষ প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥ ১লা এপ্রিল বন্দর নগরী চট্টগ্রামে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বিশেষ প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ২২-২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য কেন্দ্রীয় সম্মেলনকে সামনে রেখে এই সভা অনুষ্ঠিত হলো।

উক্ত সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা ও নারীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় উপস্থিত হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ জনসংহতি সমিতির সন্তু চক্র কর্তৃক সংঘটিত সাম্প্রতিক খুনের ঘটনার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন। তারা বলেন,সন্তু লারমা নিজের অপরাধ ও কুকীর্তি ধামাচাপা দেয়ার জন্য সমাজে নানা ধরনের বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতমূলক অবস্থা জারী রাখতে চাচ্ছে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী সমাজ তথা সমগ্র জনগণকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

এ ছাড়া উক্ত সভায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়।

কবিতা চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন সমারী চাকমা ইলিরা দেওয়ান, সোনালী চাকমা, মেকী খীসা, মিসেস্ রাখী তালুকদার, মিসেস্ সুনীলদেবী চাকমা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সঞ্চয় চাকমা ও দীপায়ন খীসা।

বান্দরবানে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের উপদ্রব

রুমায় নারকীয় তাণ্ডবলীলা দুই তরুণীকে ধর্ষণ, একজনকে হত্যা

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ জেলা সদরের ৫০ কি. মি. উত্তর-পূর্বে বার্মার আরাকান সীমান্তবর্তী রুমা থানায় ২২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার বহিরাগত সন্ত্রাসীরা দুই বম তরুণীকে গণধর্ষণের পর একজনকে গুলি করে হত্যা করেছে।

ঘটনার দিন দুপুরে পাড়ার পাশে পলিছড়া খালে মাছ ধরতে গেলে দলবিন বমের মেয়ে বোয়ালবিন বম (১৮) ও পানখুম বমের স্ত্রী বামসিয়ার বমকে (২১) সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা অস্ত্রের মুখে ধরে নিয়ে যায়। নির্জনস্থানে গণধর্ষণ চালায়। সংজ্ঞাহীন বোয়ালবিন বমকে গুলিতে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা ঘটনাস্থল ছেড়ে যায়।

মলফি পাড়াবাসী পরে ঘটনার খবর পেয়ে পলিছড়া থেকে নিহত বোয়লবিন বম ও গুরুতর আশংকাজনক অবস্থায় বামসিয়ার বমকে উদ্ধার করে।

বহিরাগত সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের এ ধরনের নারকীয় তাণ্ডবলীলায় রুমা এলাকাবাসী দারুণ বিক্ষুব্ধ। দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসীদের জোর জবরদস্তি করে চাঁদা আদায়, জুলুম ও অত্যাচারে সাধারণ নিরীহ লোকজন অতিষ্ঠ।

এদিকে বহিরাগত সন্ত্রাসী কর্তৃক রুমায় ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী কবিতা চাকমা ও সাধারণ সম্পাদিকা সমারী চাকমা একযুক্ত বিবৃতিতে তীব্র নিন্দা, ক্ষোভ ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

বিবৃতিতে নেত্রীদ্বয় যেকোন ধরনের নিপীড়ন, নির্যাতন, সন্ত্রাস, অপকর্ম ও জোর জুলুমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে রুমা এলাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। হিল উইমেন্স ফেডারেশন সমস্ত রকমের অন্যায় অনাচার, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে পাহাড়ী নারী সমাজকে সচেতন করে আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে তারা বিবৃতিতে বলেছেন।

রুমায় বহিরাগত সন্ত্রাসীদের আশংকাজনক তৎপরতায় ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) নেতৃবৃন্দ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ❑

খাগড়াছড়িতে পুলিশী বর্বরতা

(১ম পাতার পর)

জিরো মাইল নামক স্থানেও পুলিশ একই কায়দায় আক্রমণ চালায়। এতে সুরমণি চাকমা (২১) পীং ফাগুন চান চাকমা গ্রাম কুতুকছড়ি নামের এক যুবক বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারায় ও আরো অনেকে আহত হয়।

লক্ষ্মীছড়ি ঃ সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য দুই হাজারের অধিক জনতা লক্ষ্মীছড়ি সদরে (বাজার) জমায়েত হয়। এছাড়াও অন্য দুটি পয়েন্ট খিরাম ও কাঞ্চনপুর হতে মোট ৫টি কোস্টারে করে লোকজন সম্মেলনে যোগদানের জন্য রওনা হয়। পুলিশ মানিকছড়ির আমতলা নামক স্থানে তাদের গতিরোধ করে। পুলিশের সাথে জনতার বাক বিতণ্ডার এক পর্যায়ে জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট এসে "উপরের নির্দেশ, সম্মেলনে যাওয়া যাবে না" বলে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়। এরপর জনতা গাড়ীসহ লক্ষ্মীছড়ি সদরে যেতে চাইলে তাতেও বাধা দেয়া হয়। ফলে তারা ১৪ কিলোমিটার রাস্তা পাঁয়ে হেঁটে লক্ষ্মীছড়ি মূল দলের সাথে যোগ দেয়। এ সময় তারা ষড়যন্ত্রকারী প্রশাসন ও জেএসএস-এর বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়।

এদিকে লক্ষ্মীছড়ি সদরে পুলিশ অগ্রিম ভাড়া করা ৬টি কোস্টার থানায় আটক করে রাখে। গাড়ীগুলো বিনা কারণে কেন আটক করা হলো তা জানতে গেলে ওসি পিসিপি বর্মাছড়ি শাখার সাধারণ সম্পাদক নিরণ চাকমাকেও থানায় আটক করে রাখে। এই আটকের খবর ছড়িয়ে পড়লে জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাদের সহ্যের বাঁধ ভেঙে যায়। তারা মিছিল সহকারে থানা অফিস ঘেরাও করে। উপস্থিত জনতাকে থানার ওসি সন্তোষজনক উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে তারা "প্রশাসনের তালবাহানা চলবে না চলবে না" বলে শ্লোগান দিতে থাকে। বিক্ষুব্ধ জনতাকে দমন করতে ওসি নির্বিচারে লাঠিচার্জ করার হুকুম দেয়। শুরু হয় পুলিশের মধ্যযুগীয় বর্বরতা। নিরস্ত্র জনতা প্রতিরোধ করতে বাধ্য হয় এবং ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার পর আবারো থানা ঘেরাও করতে গেলে পুলিশ সেনাবাহিনীর সহায়তায় আরো ২৮ জনকে আটক করে। আটককৃতদের মধ্য থেকে ১০ জনকে ছেড়ে দিলেও বাকী ১৯ জনকে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেল হাজতে পাঠানো হয়। ঘটনা এখানে শেষ নয়। লক্ষ্মীছড়ি সেনাজোন কমান্ডার চামচ দিয়ে ঝোল খাওয়ার মতো অনুপ্রবেশকারী বাঙালীদের জড়ো করে পাহাড়ীদের ওপর লেলিয়ে দেয়। নিরূপায় হয়ে পাহাড়ীরা প্রতিরোধের চেষ্টা চালালে পরিস্থিতি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের রূপ নেয়। প্রতিরোধের মুখে অনুপ্রবেশকারীরা পিছু হটতে বাধ্য হলে সেনাবাহিনী নিজেরাই দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে। এতে বহু লোক জখম হয়, তারমধ্যে লক্ষ্মীছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র অমর জ্যোতি চাকমার অবস্থা আশংকাজনক।

এছাড়াও পুলিশ দিঘীনালার মাইনী ব্রিজসহ অন্যান্য বহু এলাকায় লোকজনকে বাধা প্রদান করে। মাইনী ব্রিজ এলাকায় পুলিশ সমাবেশে যোগ দিতে আসা জনতার ওপর বেধড়ক লাঠিপেটা করলে অনেকে আহত হয়।

পানছড়ি থেকে আসা ছাত্র জনতাকেও পুলিশ পানছড়ি বাজারে আটকায়। কিন্তু ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এরপর তাদেরকে ভাইবোনছড়া আর্মি ক্যাম্পে আটকানো হয়। সেনাবাহিনী তাদের গাড়ী ও বডি চার্জ করে।

এ এক জঘন্য ষড়যন্ত্র ঃ খাগড়াছড়িতে সম্মেলনে যোগ দিতে আসা জনতার ওপর পুলিশের বর্বর আক্রমণ একটি পরিকল্পিত ঘটনা। পিজিপি ও এইচডব্লিউএফ-এর সম্মেলন ভন্ডুল করে দেয়ার নীল নকসার বাস্তবায়ন। এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের আসল হোতা হচ্ছে গণদুশমন সন্তচক্র ও সরকার। পিজিপি ও এইচডব্লিউএফ-এর এই যৌথ সম্মেলন ছিল পূর্ব নির্ধারিত। অনেক আগে থেকেই তার প্রস্তুতি চলছিল। এর অংশ হিসেবে সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে পোস্টারিং করা হয়, আমন্ত্রণপত্র বিলি ও গণচাঁদা সংগ্রহ করা হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে জাতীয় নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি প্রশাসনকেও যথারীতি অবহিত করে সবকিছু ঠিকমত চলছিল। খেজুর বাগান মাঠে প্রস্তুতিমূলক কাজও শুরু হয়। কিন্তু সম্মেলনের একদিন আগে অর্থাৎ ২১ এপ্রিল সন্ত চক্রের মদদপুষ্ট দুইনাম্বারীরা বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একই সময় ও একই স্থানে তাদের সমাবেশের কর্মসূচী (?) ঘোষণা দিলে পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠে। সন্তচক্র ঐদিন পানছড়ির লতিবানসহ কয়েকটি এলাকা থেকে দাগী আসামী মাস্তান ও সন্ত্রাসীদের ভাড়া করে জেলা সদরে নিয়ে আসে। বিকেলের দিকে ৫০/৬০ জনের এই সন্ত্রাসী দলটি দা কিরিচ ও পাইপগানসহ সশস্ত্র মহড়া দিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তোলে। স্বনির্ভর বাজারে জোরপূর্বক দোকানপাট বন্ধ করে দেয়। পানছড়ি থেকে আসার পথে পেরাছড়ায় বন্দুক উঁচিয়ে সাধারণ লোকজনকে ভয়ভীতি দেখায়।

জীপ মালিক সমিতিকে সন্ত্রাসী দুইনাম্বারীদের হুমকি ঃ ২০ এপ্রিল বিপ্লব ত্রিপুরা ও কাকন চাকমা নামের দুইজন দুইনাম্বারী কাচা পাকা বাঙলায় লেখা এক চিঠিতে খাগড়াছড়ি জীপ মালিক সমিতিকে সম্মেলনের জন্য গাড়ী ভাড়া না দেয়ার হুমকি দেয়। উক্ত চিঠিতে তারা লেখে : "আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, আগামী ২২/২৩ শে এপ্রিল '৯৯ ইং এ দু'দিন ব্যাপি পার্বত্য শান্তিচুক্তি বিরুধী প্রসিদ-সঞ্চয় গ্রুপের খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা মাঠে সম্মেলন হতে যাচ্ছে। তাই সেখানে আপনাদের সমিতি থেকে তাদেরকে যাহাতে কোন প্রকারে গাড়ী দেওয়া না হয় তার জন্য আপনাদের প্রতি আমাদের জোর অনুরোধ থাকবে। যদি চুক্তি বিরুধীদেরকে আমরা বলা সত্ত্বেও গাড়ী দেওয়া হয় তবে গাড়ী বা গাড়ীর চালকসহ কোন প্রকারের দুর্ঘটনা ঘটলে তাতে আমাদের কোন দায় দায়িত্ব থাকবে না। সমস্ত দায় দায়িত্ব আপনাদের উপর পড়বে।"

প্রশাসনও ষড়যন্ত্রের অংশীদার ঃ জেএসএস ও সন্ত্রাসী দুই নাম্বারীদের ষড়যন্ত্র, সশস্ত্র মহড়া ও হুমকি সত্ত্বেও প্রশাসন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক অনিমেষ চাকমা ডিসিকে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও সম্মেলনে নিরাপত্তা বিধানের জন্য বারংবার অনুরোধ জানালেও কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। উপরন্ত সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ডে প্রশাসন মৌন সম্মতি দেয়। শুধু তাই নয়, জেলার ৮টি থানায় থানা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ওসিকে সম্মেলনে আসা লোকজনদের বাধা দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। ২১ তারিখ সকালে তার অফিসে জেলা প্রশাসক পিজিপি ও এইচডব্লিউএফ নেতৃবৃন্দের কাছে অকপটে স্বীকার করে বলেন "আমি জানি, কারা গত ২/৩ দিন ধরে সম্মেলন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে।" কিন্তু প্রশ্ন, এত কিছু অবগত সত্ত্বেও জেলা প্রশাসক জাফরুল হোসেন কেন ঐ চিহ্নিত ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি ?

লোক দেখানো শান্তিশৃংখলা বৈঠক ঃ দায় এড়াতে প্রশাসন ২১ তারিখ বিকেলে লোক দেখানো "শান্তিশৃংখলা" মিটিং আহ্বান করে। পাহাড়ী গণ পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু প্রশাসন উদ্দেশ্যমূলকভাবে নেতৃবৃন্দের উক্ত মিটিঙে উপস্থিত হবার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। কারণ ঐ মিটিঙের প্রাক্কালে সন্ত্রাসী দুই নাম্বারীরা সশস্ত্রভাবে রাস্তায় ঘোরাফেরা করছিল, যাতে পিজিপি ও এইচডিব্লিউএফ-এর নেতৃবৃন্দ যোগ দিতে না পারেন। এই পরিস্থিতি জানানোর জন্য সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি জেলা প্রশাসকের অফিসে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ফলে তারা ঐ মিটিঙে যোগ দিতে পারেন নি। তাছাড়া জেলার প্রবীণ ব্যক্তিত্ব অনন্ত বিহারী খীসাকেও মিটিঙের মাত্র কয়েক মিনিট পূর্বে চিঠি দেয়া হয়। মোট কথা, মিটিঙ আহ্বান এমনভাবে করা হয় যাতে পিজিপি ও এইচডব্লিউএফ-এর নেতৃবৃন্দ এবং মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত হয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচন করে দিতে না পারেন এবং অন্যদিকে প্রশাসনের দায়ও এড়ানো যায়।

স্থান পরিবর্তন ঃ প্রশাসনের ষড়যন্ত্র ও অসহযোগিতার কারণে এবং সংঘর্ষ এড়াতে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি সম্মেলনের স্থান খেজুর বাগান মাঠ থেকে পরিবর্তন করে স্বনির্ভর মাঠে নিয়ে যায়। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও সেখানেও পুলিশ অনুষ্ঠান করতে বাধা দেয়।

আহত ঃ ২২ এপ্রিল পুলিশী বর্বরতায় শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। যারা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন তাদের পরিচয় জানা গেছে। এরা হলেন ১. বিশ্বজিৎ চাকমা পীং কেশব চন্দ্র চাকমা, গ্রাম হারুবিল, পানছড়ি ২. নাক্কগুলো চাকমা, ৩০, পীং দীন চান চাকমা, গ্রাম ধর্মপুর, পেরাছড়া, খাগড়াছড়ি, ৩. নতুন জয় চাকমা ২০, পীং রজনীকান্ত চাকমা, গ্রাম পাবলাখালী, দিঘীনালা ৪. কালোমনি চাকমা ১৯, পীং বাগারাম চাকমা, গ্রাম শণখোলা, পানছড়ি ৫. স্মৃতি মিলন চাকমা ৩০ পীং পূর্ণসেন চাকমা, গ্রাম বাবুরাপাড়া, পানছড়ি, ৬. সুবাস বসু চাকমা ২২ পীং ক্ষিরোদচন্দ্র চাকমা, গ্রাম রজমনিপাড়া, ভাইবোনছড়া, ৭. লক্ষীন্দ্র চাকমা ৪৫ পীং মহেন্দ্র সেন চাকমা, গ্রাম পূজগাং, পানছড়ি ৮. অমলেন্দু চাকমা ৩৫ পীং চন্দ্র চাকমা, গ্রাম গাছবান, খাগড়াছড়ি ৯. স্বপন চাকমা ৩৩ পীং বিভাষ বসু চাকমা, গ্রাম পেরাছড়া, খাগড়াছড়ি, ১০. শংকরমিত্র চাকমা পীং আন্দমনি চাকমা, গ্রাম হলধর পাড়া, পানছড়ি ১১. তীরণ চাকমা ২২ পীং বীরসেন চাকমা, গ্রাম নীলমনি হেডম্যান পাড়া, ১৩. বাবুল চাকমা ১৬ পীং বিমলেন্দু চাকমা গ্রাম বাবুরা পাড়া, পানছড়ি। উল্লেখ্য, এরা সবাই স্টেডিয়াম এলাকায় আহত হন। তাদের মধ্যে অধিকাংশই বুলেটবিদ্ধ হন। এছাড়া জিরো মাইল এলাকায় পুলিশের হামলায় গুলির আঘাতে যারা আহত হন তারা হলেন, ১. সুনেন্দু বিকাশ চাকমা, ২৫ পীং রামচন্দ্র চাকমা, গ্রাম নারেছড়ি, মাণিকছড়ি, ২. রূপায়ন চাকমা ২০ পীং প্রভাত চাকমা গ্রাম পুঁতিখালী, নান্যাচর, ৩. হিরন্ময় চাকমা, ২৬ পীং বরুন কুমার চাকমা, গ্রাম হাজাছড়া, নান্যাচর, ৪. জটিল বাহু চাকমা ২৪ পীং অজ্ঞাত গ্রাম লেমুছড়ি, মহালছড়ি ৫. কান্তি চাকমা ৩০ পীং বম্বা চাকমা, গ্রাম ভাঙামুরা, নান্যাচর ৬. মংহ্লা মারমা ২৬ পীং উনসরী মারমা, নান্যাচর ৭. রক্তিম দেওয়ান ২২ পীং দীনমোহন দেওয়ান, গ্রাম গামারী ঢালা, মাইসছড়ি ৮. মানেমা চাকমা ২৪ পীং প্রভাতচন্দ্র চাকমা, গ্রাম গামারীঢালা, মাইসছড়ি।

আহতদের মধ্যে ১৩ জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও ১০ জনকে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গ্রেফতার ঃ পুলিশ মোট ২৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। এদের মধ্যে লক্ষ্মীছড়ি থেকে ১৯ জন, খাগড়াছড়ি থেকে ৪জন ও চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে আসা ২জনকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। অনেকের বিরুদ্ধে সাজানো মামলা দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

জেএসএস ও দুই নাম্বারীদের স্বীকারোক্তি ঃ অপরাধ করলে কোন ব্যক্তি স্বাভাবিক থাকতে পারে না। ঘটনার পর জেএসএস ও দুই নাম্বারীদেরও তাই হয়েছে। দুইনাম্বারীদের স্বঘোষিত সভাপতি নির্লজ্জভাবে বলেছে, " প্রসিত সঞ্চয় চক্রের সমাবেশ ও সম্মেলন পণ্ড না করা হলে পার্বত্যঞ্চলে নতুন করে সংঘাতের সৃষ্টি হতো" (দৈনিক আজকের কাগজ, ২৩ এপ্রিল)। তাদের ষড়যন্ত্রের ফল হিসেবে দু'ব্যক্তির মৃত্যুর পরও সামান্যতম বিবেক বোধ জাগরিত হওয়াতো দুরের কথা, দুইনাম্বারীরা উলঙ্গভাবে খুনী পুলিশের বর্বরতার পক্ষে সাফাই গাইলো। একেই বলে দুই নাম্বারী। অপরদিকে, নেতা সেজে থাকা জেএসএস-এর এক চেলা "ঘটনার জন্য খাগড়াছড়িবাসীর কাছে দুঃখ প্রকাশ" করে প্রকারান্তরে দায়দায়িত্ব স্বীকার করেছে ('মুক্তকণ্ঠ' ২৪ এপ্রিল)। কারণ অপরাধ বা কোনপ্রকার Wrong-doing না করলে দুঃখ প্রকাশের প্রশ্ন উঠতে পারে না। বলা প্রয়োজন, জেএসএস-এর এই লোকটি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে আত্মসমর্পনের দিন হাঁস-মুরগীর খোপে (হুর-অ-লুর) হাত দিয়ে তেড়ে তেড়ে হাঁস-মুরগীর ছানা ঢোকানোর মতো শান্তিবাহিনী সদস্যদেরকে তাদের জন্য সাজিয়ে রাখা আসনের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

প্রতিবাদ সভা ঃ পুলিশের তাণ্ডবলীলার পরে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে স্বনির্ভর-এর কাছাকাছি শহীদ অমর বিকাশ সড়কে দু'জন সহযোদ্ধাকে হারানোর এক বুক বেদনা নিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে দু'শ জনের মতো হলেও, কয়েক মিনিটের মধ্যে আশে পাশের এলাকা থেকে দলে দলে শত শত প্রতিবাদী আবাল-বৃদ্ধ বণিতা সমাবেশ স্থলে জড়ো হয়। শহীদ অমর বিকাশ সড়ক জনতার জোয়ারে উপচে পড়ে। সবার চোখে মুখে লেখা ছিল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের ভাষা। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী কবিতা চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক অনিমেষ চাকমা, ইউপিডিএফ নেতা সঞ্চয় চাকমা ও দীপ্তি শংকর চাকমা। এছাড়া নিপীড়িত নির্যাতিত পাহাড়ী জনগণের সংগ্রামের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন ঢাকা থেকে আমন্ত্রিত অতিথি গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের নেতা ফয়জুল হাকিম লালা, বাঙলাদেশ লেখক শিবিরের রবীন আহসান, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভানেত্রী তসলিমা আখতার লিমা ও রুমু প্রমুখ। সমাবেশে বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য হায়দার আকবর খান রণোর সংহতি বার্তা পড়ে শোনানো হয়। অসুস্থতার কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। সভা পরিচালনা করেন গণপরিষদের নেতা অনিল চাকমা (লক্ষ্মীছড়ি)। সভায় বক্তারা পুলিশী বর্বতার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান এবং অবিলম্বে ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের যথাযথ শাস্তি প্রদানের দাবি জানান।

উপসংহার ঃ এটা এখন দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে, পাহাড়ী গণ পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ সম্মেলনকে বানচাল করে দেয়ার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে পুলিশকে দিয়ে জনতার উপর বর্বর হামলা চালানো হয়েছে। জেএসএস ও আওয়ামী লীগ সরকারই এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের আসল হোতা। পিজিপি ও এইচডব্লিউএফ-এর উক্ত কর্মসূচী ছিল গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ ও অনেকটা ritual. কিন্তু একটি সংগঠনের সাধারণ কর্মসূচীকে নারকীয় তাণ্ডবলীলা চালিয়ে ভণ্ডুল করে দেয়ার মধ্য দিয়ে সরকারের ফ্যাসিস্ট চরিত্র যেমন আরো একবার ফুটে উঠেছে, তেমনি একই সাথে সন্তচক্রের বীভৎস রূপও জনগণের সামনে নগ্নভাবে উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। ২১ তারিখ হঠাৎ দুইনাম্বারীদের দিয়ে একইদিন একই স্থানে তথাকথিত সমাবেশ অনুষ্ঠানের ঘোষণা কিসের আলামত? ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এই ঘোষণা দেয়া হয়েছে যাতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয় এবং প্রশাসনের জন্য খেজুর বাগান মাঠে সম্মেলন করতে বাধা দেয়ার অজুহাত সৃষ্টি করা যায়। বাস্তবিকই যদি সম্মেলন করার পরিকল্পনা দুইনাম্বারীদের থাকতো, তাহলে তারাও স্থান পাল্টিয়ে তা করতে পারতো। অথচ সেদিন সম্মেলন করার কোন নামগন্ধ তাদের ছিল না। (দেখুন 'দৈনিক ইত্তেফাক' ২৩ এপ্রিল '৯৯)। তারা '৭১ -এর ঘাতক রাজাকার-আলবদরদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সেনা-পুলিশের প্রহরায় সম্মেলনে আগত লোকদের উপর হামলা চালিয়েছিল।

জেএসএস-এর এই ন্যাক্কারজনক ষড়যন্ত্র প্রমাণ করে তারা ইউপিডিএফ ও তার নেতৃত্বাধীন সংগঠনগুলোর আন্দোলনে কত শংকিত এবং সন্ত চক্র কি পরিমাণ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু কোন প্রকার ষড়যন্ত্র চক্রান্ত ও দমন পীড়ন চালিয়ে জনতার আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়া যাবে না। পাহাড়ী গণ পরিষদ ও অন্যান্য সহযোগী সংগঠনগুলো অতীতে বহু ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে এসেছে। জনতা ষড়যন্ত্রবাজ গণদুষমন সন্তচক্রকে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবেই। সরকার কিংবা সেনাবাহিনী কেউ তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। ❑

কপাল খারাপ এ… …দীর কটাক্ষ
ছাড়া পাই না …ক্কোলিয়্য,
(শেষের পাতা… …ই !!!"

বখাটে ছেলেদের গাঁজা-জু…র চেলাচামুন্ডাদের যোগসাজশে
দিতে যাবে? "কপাল খারাপ… ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের
লোকের sympathy কুড়া…ত আসা দুই ব্যক্তি প্রাণ হারালে
ভঙ্গীমায় সংলাপ ছুঁড়েছেন…পে উঠে।
খাচ্ছে না ! "কপাল খার…ণ সন্তু চক্রের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ধিক্কার
করে তিনি নিজের চরি…লে। ক্ষোভে দুঃখে আর ঘৃণায় মহাজন
অনুপ্রয়াস চালাচ্ছে…ব্যক্তি জন সংহতি সমিতি নামধারী গোষ্ঠির
মধুপুরবাসীর তথা …গুলো) নাগাল পেলে জন সমক্ষে টিট্‌কারী
এত গবেট ঠা… করেন, *"সাত্‌দিন্‌ন্যা দ' যুক্কোলিয়্য, কুন্দি*
কেন? সে…*ই !!!"* অর্থাৎ মানুষ মেরে সাপ্তাহিক ক্রিয়া'র
জাতির …কগত ব্যক্তির …ণে আয়োজিত শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান)
বিশ্বস্ত …জন তো করেছো, কোন দিকের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে খেতে
যায়। …হ্ব !!!
দিয়ে …ল্লেখ্য, ২২ এপ্রিল শহীদদের একজন পানছড়ি এলাকার, আর
…অপর জন রাঙামাটির কদুকছড়ি এলাকার। দুই মায়ের কোল খালি হওয়ায় ঐ এলাকায় কি যে আর্তনাদ ক্রন্দন রোল উঠবে, তা যে কোন বিবেকবান মানুষের উপলব্ধি করতে কষ্ট হবার কথা নয়।

ব্যক্তিস্বার্থের নেশা আর ক্ষমতার লোভে উন্মাদ সরকারের স্পাই খুনী সন্তুচক্রকে কটাক্ষ করে ঝাল মিটাতে মহাজন পাড়ার প্রতিবাদী ব্যক্তি ঐ বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করেছেন। ঐ তীক্ষ্ণ যথার্থ মন্তব্য বর্তমানে দোকানে হাটে বাজারে আলোচিত হচ্ছে বলে জানা যায়।

এখন জন সংহতি সমিতি নামধারী গোষ্ঠিটিকে লোকে : "সাত্‌দিন্‌ন্যা যুক্কোলিয়া সমিতি" বলে অভিহিত করেছে। যার বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় " জাতির সর্বনাশকারী সমিতি"। "জন সংহতি"র নামের জায়গায় "জন সংহার" সমিতি জুড়ে দিলেও জনতার দেয়া নামের সার্থকতা মেলে। ❑

"বাবু'ব্যু শান্তিবাহিনী দগ থাগত্তে বেড়েয়্যগোই ..."

-নান্যাচরে জনৈক ব্যক্তির উক্তি

আত্মসমর্পনের কিছু কাল পরে নিজ এলাকায় বেড়াতে গেলে শান্তিবাহিনীর অন্যতম নেতা যদুনাথকে পরিচিত লোকজনের কাছ থেকে নানান টিটকারী শুনতে হয়। এলাকায় এক লোকের বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে গেলে সেখানে অনেক লোকজনের সাথে তার দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যায়। পরিচিত অপরিচিত আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা নানান কথা বলতে থাকে। জনসংহতি সমিতির চুক্তি, সরকারের কাছে আত্মসমর্পন এসব নিয়ে উপস্থিত লোকজনের মাঝে বেশ আলোচনা সমালোচনা চলে। যদুনাথ'কে ঐ পরিস্থিতিতে জড়োসড়ো হয়ে এক কোণায় পড়ে থাকতে হয়। এসময় পাড়ার এক বয়োজ্যোষ্ঠ ব্যক্তি যদুনাথ'কে সম্বোধন করে বলে উঠেন *"বাবু'ব্যু শান্তিবাহিনী দগ্ থাগত্তে বেড়েয়্যগোই। শান্তিবাহিনীত থাগ'দে-দ ন-বেড়'গোই।"* অর্থাৎ সাহেব শান্তিবাহিনীর তেজ থাকা অবস্থায় বেড়াতে আসবেন, শান্তিবাহিনীতে থাকার সময় তো আসেননি। ❑

"প্রদীপলাল-কুসুম প্রিয় হত্যার ব্যাপারে লিডার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে"

- জনসংহতি সমিতির জনৈক নেতা

চুক্তি ও আত্মসমর্পনের ক'মাস বাদেই পানছড়িতে পাহাড়ী গণপরিষদের নেতা প্রদীপলাল ও কুসুমপ্রিয়'কে সরকারী চর কুচক্রী সন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করে। সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে হত্যাকান্ডের ঘটনায় নিন্দা ও ধিক্কারের ঝড় উঠে। জনসংহতি সিমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে হত্যাকান্ডের জন্য জনগণের নিন্দা ও গালমন্দ শুনতে হয়। নানান বিদ্রুপাত্মক প্রশ্নের বাক্য বাণে ধরাশায়ী হয়ে অনেকেই হত্যাকান্ডের মূল হোতাদের নাম প্রকাশও করে ফেলেছে। জনসংহতি সমিতির জনৈক নেতা খাগড়াছড়ি টাউনের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে গেলে হত্যকান্ডের ব্যাপারে তাকেও দায়ী করে চাপাচাপি করলে এক পর্যায়ে তিনি বলে ফেলেন "প্রদীপলাল-কুসুম প্রিয়কে হত্যার ব্যাপারে লিডার তো আমাদেরকে মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।" উল্লেখ্য, সন্তু লারমাকে জনসংহতি সমিতির লোকেরা "লিডার" বলে ডাকে।

জনসংহতি সমিতির উক্ত নেতা বর্তমানে তেল-গ্যাস কোম্পানীতে Man power supply-এর ঠিকাদারী লাভ করেছেন বলে ওয়াকিবহাল সূত্রে জানা গেছে। ভারতেও তিনি এক পুত্র, কন্যা ও জামাতাকে রেখে এসেছেন। ❑

বর্মাছড়িতে সেনা তৎপরতা

জননেতা অনিল চাকমার বাড়ী তল্লাশী

অন্যান্য অঞ্চলের মতো লক্ষীছড়ি থানার বর্মাছড়িতে সেনাবাহিনীর অন্যায় খবরদারি, বাড়ীঘর তল্লাশীর নামে হয়রানি জোর জুলুম এখন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। তথাকথিত শান্তিচুক্তির নির্লজ্জ মেকি প্রশংসার জোয়ারে এসব বাস্তব ঘটনা চাপা পড়ে যায়। জাতীয় সংবাদপত্রগুলোরও এ ধরনের খবরের প্রতি নিতান্ত অরুচি। ফলে যাদের ও যে অঞ্চলের শান্তির জন্য চুক্তি সে অঞ্চলের জনগণের নাভিশ্বাস অবস্থা বিশ্বের জনগণ জানতে পারে না।

বর্মাছড়িতে সেনাবাহিনীর বাড়াবাড়ি এখন জনগণের সহ্যের সীমার বাইরে। লক্ষীছড়ি জোনের অধীনে এই এলাকায় একটি আর্মি ক্যাম্প রয়েছে। গত ৫ এপ্রিল সোমবার ভোর চারটায় এই ক্যাম্পের কমাণ্ডার মেজর সারোয়ারের (২০ ইষ্ট বেঙ্গল, আটিলারি গ্রুপ) নেতৃত্বে সেনা জওয়ানরা বাকছড়ি গ্রামে পাহাড়ী গণ পরিষদ নেতা অনিল চাকমার বাড়ীতে পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে জোরপূর্বক ঢুকে পড়ে এবং "অস্ত্র রয়েছে" এই অজুহাতে বাড়িটি তল্লাশীর নামে জিনিসপত্র তছ্‌নছ্‌ করে দেয়। সেনারা অনিল চাকমাকে খোঁজ করে, অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ দেয় এবং মেয়েদের সাথে অশালীন আচরণ করে। কয়েক ঘন্টা 'তল্লাশীর' পরও অনিল চাকমাকে ফাঁসাতে পারে এমন কোনকিছু না পেয়ে সেনা সন্ত্রাসীরা তাকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে বর্মাছড়ি ক্যাম্পে হাজির হতে বলে এবং তা না হলে অনিল চাকমাকে যেখানে পাওয়া যায় সেখানে ব্রাশ ফায়ার করে মেরে ফেলা হবে বলে হুমকি দিয়ে চলে যায়।

সেনারা একই সময়ে অনিল চাকমার বাড়ীর কাছাকাছি রবি চেয়ারম্যানের ছেলে কবিল চাকমার বাড়ীতেও হানা দেয় এবং মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়।

ঘটনা এখানে শেষ নয়। সেনা পোশাক পরিহিত দস্যুরা তাদের আস্তানায় ফিরে যাবার পথে বর্মাছড়ি বাজারে ঢুকে পড়ে এবং সমস্ত দোকানে তল্লাশীর নামে এক তাণ্ডবলীলা সৃষ্টি করে। তারা দোকানের মালপত্র ও ক্যাশ বাক্স থেকে নগদ টাকা লুট করে এবং বাজারে চা বিক্রেতা প্রাক্তন ইউপি মেম্বার দয়ালধন চাকমা এবং মুদি দোকানদার পলাশ বড়ুয়াকে ধরে নিয়ে যায়। অবশ্য স্থানীয় মুরুব্বীদের প্রবল চাপের মুখে শেষমেষ তাদেরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। জানা গেছে, পলাশ বড়ুয়াকে ধরে নিয়ে যাওয়ার কারণ সে কিছু দিন আগে উক্ত মেজর সারোয়ারের সাথে যুক্তিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল যা ছিল ঐ মেজরটির চোখে "বেয়াদবির" নামান্তর। তবে দয়াল ধন চাকমাকে কেন ধরে নেয়া হয়েছে তার কারণ জানা যায়নি।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বর্মাছড়ি এলাকায় "চুক্তিবিরোধীদের" বিরুদ্ধে সেনা অভিযান ও অনিল চাকমার বাড়ী তল্লাশী নতুন ঘটনা নয়। এর আগে গত ১৭ ও ২০ মার্চ ১৯৯৯ ঘাগড়া জোনের অধীন খিরাম আর্মি ক্যাম্পের কমাণ্ডার সুবেদার নজরুলের নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য উক্ত গণ পরিষদ নেতার বাড়ী ঘেরাও করেছিল। তাছাড়া ১০ মার্চ লক্ষীছড়ি জোন থেকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা চারটি দলে বিভক্ত হয়ে ন'ভাঙা, পেক্কুয়া পাড়া, শুকনাছড়ি (ছোট ধুরুং) ও দুরছড়ি এলাকায় অপারেশন চালায়।

সেনাবাহিনীর এ ধরনের অপতৎপরতা চুক্তির পরও পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির কোনরূপ পরিবর্তন না হওয়াকেই প্রমাণ করে। ফলে এলাকায় জনগণের মধ্যে নতুন করে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। জনমনে প্রশ্ন, চুক্তির পূর্বে শান্তিবাহিনীর নামে দমন পীড়ন চালানো হয়েছে, লোকজনকে মারধর, অত্যাচার, জেলহাজত অনেক কিছু সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু এখনতো চুক্তি হয়েছে, শান্তিবাহিনীও বিলুপ্ত, আর শান্তি ফিরে এসেছে বলে অনেক নাচানাচি হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। তবুও কেন আমরা একটুখানি সুখে শান্তিতে থাকতে পারছি না? কেন সেনাবাহিনী পূর্বের মতো গ্রামে গ্রামে অপারেশন চালাচ্ছে? বর্মাছড়ির ব্যবসায়ী মহলেও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। সেনাবাহিনীর খবরদারির জন্য তারা তাদের স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কাজ করবার করতে পারছেন না। ❑

জেএসএস-এর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ডিসি ওয়াকিবহাল

২১ এপ্রিল ১৯৯৯। দৃশ্যপট ডিসি অফিস, খাগড়াছড়ি। সময় ১১টা। অফিস কক্ষে বসে আছেন জেলা প্রশাসক, টিএনও, জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট যিনি স্টেডিয়ামে বিনা উস্কানীতে পুলিশকে গুলির নির্দেশ দেন এবং সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক অনিমেষ চাকমাসহ পাহাড়ী গণ পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ।

পিজিপি ও এইচডব্লিউএফ-এর নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করেন এবং ১৯ তরিখ উপজেলা মাঠে অনুষ্ঠান করার মৌখিক অনুমতি প্রদান সত্ত্বেও কেন তা পরিবর্তন করা হলো তা জানতে চান। এর উত্তরে জেলা প্রশাসক জাফরুল হোসেন স্বীকার করেন যে, ঐদিন অর্থাৎ ১৯ এপ্রিল খেজুর বাগান মাঠে সম্মেলন করার অনুমতি পেয়ে পিজিপি ও এইচডব্লিউএফ নেতৃবৃন্দ অফিস থেকে চলে যাবার পর ঘন্টা দু'একের মধ্যেই দুইনাম্বারীরা ডিসির কাছে যায় এবং সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য চাপ দিতে থাকে। অনিমেষ চাকমা সম্মেলন ভণ্ডুল করে দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন এবং তার প্রমাণ হিসেবে সম্মেলনের জন্য গাড়ী না দিতে খাগড়াছড়ি জীপ মালিক সমিতিকে হুমকি দিয়ে লেখা জেএসএস মদদপুষ্ট দুইনাম্বারী বিপ্লব ত্রিপুরা ও কাঁকন চাকমার চিঠি উপস্থাপন করেন।

এই পর্যায়ে ডিসি অকপটে স্বীকার করে বলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি, আপনাদের সম্মেলন বানচাল করার জন্য কারা গত ২/৩ দিন ধরে ষড়যন্ত্র করছে।"

এখানে বিরাট প্রশ্ন : কারা সম্মেলন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে তা জানা সত্ত্বেও ডিসি তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি কেন? খেজুর বাগান মাঠে অনুষ্ঠান করার অনুমতি দেয়ার পরও দুই নাম্বারীদের চাপে যদি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়, তাহলে খাগড়াছড়িতে প্রশাসন চালাচ্ছে কারা? ❑

নান্যাচর বড়পুল পাড়া হেডম্যানের কান্ড !

নান্যাচর বড়পুল পাড়ার হেডম্যান মৌজা ট্যাক্স হিসেবে গাছ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রতি ফুট গাছ হতে পাঁচ টাকা হারে আদায় করে নিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এতে গাছ ব্যবসায়ী এবং গাছ বিক্রেতারা অসন্তষ্ট বলে জানা গেছে।

বড় পুল পাড়া হেডম্যানের সাথে স্থানীয় সেনা ক্যাম্পের দহরম মহরম থাকায় সাধারণ লোকজন মুখ খুলতে সাহস পায় না। সেনাবাহিনীর সাথে যোগসাজশ করে উক্ত হেডম্যান সাধারণ নিরীহ মানুষের উপর জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন গণ বিরোধী কাজে লিপ্ত বলে পাড়াবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে অভিযোগ করেছেন।

বড়পুল পাড়ার জনৈক মুরুব্বী স্বাধিকার প্রতিবেদককে জানিয়েছেন 'পাড়ার লোকরা আর মুখ বুঁজে অন্যায় অত্যাচার সহ্য করবে না। সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও তো এরশাদকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। মানুষ এখন আর বোকা নয়। স্থানীয় সেনা ক্যাম্পের যোগ সাজশে হেডম্যান বাড়াবাড়ি করলে তার সমুচিত জবাব পাড়াবাসী দেবে।' ❑

বখাটে ছেলে পাড়ার মুরুব্বী !!!

সরকারের বি,টিম জন সংহতি সমিতি নামধারী গোষ্ঠিটির চেলাচামুন্ডারা এক আজব জন সংযোগ শুরু করেছে। ১২ এপ্রিল খাগড়াছড়ি সদরের মহাজন পাড়ায় ঐ গোষ্ঠিটি পাড়ার মুরুব্বীদের সাথে এক মত বিনিময় সভা আহ্বান করে। ঐ তথাকথিত মতবিনিময় সভায় গোষ্ঠিটির পক্ষে উপস্থিত হয় উষাতন তালুকদার (মলয়) আর মহাজন পাড়া থেকে যোগ দেয় শুধু বখাটে ছেলে কাকন। পাড়ায় কাকনের মুরগী চুরি, ফেনসিডিল সেবন ... ... ইত্যাদি সমাজ বিরোধী কাজে যথেষ্ট নাম ডাক রয়েছে।

উক্ত ঘটনা মহাজন পাড়ায় বেশ হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। পাড়ার এক উপরিস্থ ব্যক্তি এমনও মন্তব্য করেছেন "মহাজন পাড়াবাসী জেএসএস'কে পাত্তা দেয় নাকি? *যেন্ রাধা, সেন্ কানু!* কাকনরাই তো তাদের মুরুব্বী ! চোখে সহ্য হয় না। তামাশা আর কত দেখবো !"

উল্লেখ করা যেতে পারে, অন্যান্য পাড়ায় জন সংযোগ ও মতবিনিময় করতে গিয়ে বর্তমানে জনসংহতি সমিতির চেলাচামুন্ডারা একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে। ❑

কপাল খারাপ এদের ছাড়া পাই না ...

--সন্তু লারমা

এক পাল বখাটে ছেলে সঙ্গী জুটিয়ে খাগড়াছড়ি সদরের মধুপুরে সন্তু লারমা "জন সংযোগ" চালায়। এতে পাড়ায় ছি ! ছি ! রব উঠে। লোকজন মন্তব্য করতে বাধ্য হয় "জেএসএস এই (বখাটেদের) ছেলেদের ছাড়া আর কাউকে পেলো না?! গরু না থাকলে ছাগল দিয়ে কি চাষ করা যায়? মান মর্যাদারও তো একটা ব্যাপার আছে।"

মধুপুর বাসীর টিটকারী সন্তু লারমার কানে গেলে তিনি মন্তব্য করেন "কপাল খারাপ! এদের (বখাটে ফেনসিডিল সেবীদের) ছাড়া পাই না তো !! ভালোরা তো আসে না। এদেরকে নিয়েই কাজ করতে হয় !!!

সন্তু লারমা জনতার ধিক্কারের চোটে বেফাঁসে আসল কথাই বলে ফেলেছেন। "ভালোরা" তার পালে ভিরে না। তাকে কাজ করতে হয় পাড়ার বখাটে ছেলে টাউট বাটপারদের দিয়ে। ভালোরা (রাজনৈতিক চেতনাবোধ সম্পন্ন ছেলেরা) কোন দুঃখে

২য় পাতায় দেখুন

"দুই নাম্বারী কোন অনুষ্ঠানে যাই না"

-এক স্কুল ছাত্রের স্পষ্ট উচ্চারণ

ঢাকায় পিসিপি হতে বিতাড়িত জেএসএস-এর লেজুড় দুইনাম্বারী ধান্দাবাজরা নবীন বরণের নামে এক অনুষ্ঠান করার উদ্যোগ নেয়। এই উছিলায় দুই নাম্বারীরা কিছু চাকুরীজীবীর কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেবার অপচেষ্টাও চালায়। তাদের তথাকথিত " নবীন বরণে" স্কুলের ছাত্রদেরও তারা আমন্ত্রণ করতে যায়। কমলাপুরে এক স্কুল ছাত্রকে আমন্ত্রণ জানাতে গেলে চেতনাদীপ্ত ছেলেটি তাৎক্ষণিকভাবে দুই নাম্বারীদেরকে জিজ্ঞেস করে বসে 'অনুষ্ঠানটা কত নাম্বারের ছেলেরা করছে'। একজন স্কুল ছাত্রের এ ধরনের তীক্ষ্ণ বিদ্রুপাত্মক প্রশ্নে আমন্ত্রণ করতে যাওয়া দুই নাম্বারীরা থতমত খেয়ে যায়। অনেকটা ধরাশায়ী হয়ে আম্‌তা আম্‌তা করে জবাব দেয়ার চেষ্টা করে 'নবীন বরণে আর নাম্বার/টাম্বার কি? নবীন বরণ তো নবীন বরণই!' স্কুল ছাত্রটি সাথে সাথেই জানিয়ে দেয় 'দুই নাম্বারীদের কোন অনুষ্ঠানে আমি যাই না।' এতে জোঁকের মুখে ছাই পড়ার মতো কাজ হয়। দুই নাম্বারীরা আর কথা না বাড়িয়ে ফিরে যায়।

সমাজ-জাতির অনিষ্ট করে যারা ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত, তাদের প্রতি স্কুলের অল্প বয়সী ছাত্রদের মনেও কি ধরনের ঘৃণা রয়েছে তা কেবল কমলাপুরে অধ্যয়নরত ছাত্রদের মধ্য থেকে ফুটে উঠছে তা নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য অঞ্চলেও বিভিন্নভাবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মাধ্যমে সরকারের চর সমাজের শত্রুদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ পাচ্ছে। রাঙ্গামাটির কদুকছড়িতে ছোট ছোট ছেলেরা খেলার ছলে তাদের শিশুমনে যে দেশাত্মবোধ রয়েছে তার প্রমাণ দেয়। পাড়া গ্রামে উৎপাত করা "ফাত্তো কুকুর" (বেত্তয়ারিশ) দেখলেই ছোট ছোট ছেলেরা এক যোগে "দুইনাম্বারী দুইনাম্বারী" বলে উঠে ঢিল ছুঁড়ে তাড়িয়ে দেয়। লক্ষীছড়ি এলাকায় ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে খেলায় কেউ বদমায়েশী করলে, তাকে সবাই 'দুই নাম্বারী" আখ্যা দিয়ে শাস্তিস্বরূপ পুকুরে অথবা ছোট খালে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখে। ❑

পুলিশ যখন সংবাদদাতা !!!

সারাদেশে বর্তমান সময়ে পুলিশের ভূমিকা ও কার্যকলাপ প্রশ্নের সম্মুখীন। পুলিশের কর্মকান্ড এতদূর গড়িয়েছে যে, হাই কোর্ট হতে এ ব্যাপারে রায় পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে। হাই কোর্টের দেয়া রায়ে বলা হয়েছে পুলিশ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার

২য় পাতায় দেখুন

স্পাই আর কাকে বলে !!!

সম্প্রতি বান্দরবানে তিন দিনের নাগরদোলা সফরে বেরিয়ে জনসংহতি সমিতি নামধারী গোষ্ঠিটির মূল হোতা সন্তু লারমা পূর্ণস্বায়ত্তশাসনপন্থীদের গ্রেফতার করতে পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। বান্দরবানের হিল টপ্ রেষ্ট হাউজে সে সময় চট্টগ্রাম রেঞ্জের পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি আলী ইমাম এবং বান্দরবানের পুলিশ সুপার আহম্মেদ জামিল ছিলেন। বান্দরবানের পুলিশ সুপার স্পষ্ট বলেছেন "আমাদের একশান অব্যাহত রয়েছে। আপনারা তালিকা দিন আমরা ব্যবস্থা নেব।" [দেখুন : পূর্বকোণ, ২২ এপ্রিল '৯৯] উল্লেখ্য, ১২ এপ্রিল ফুল বিঝুর দিনে বান্দরবান সদর হতে পিসিপি সভাপতি দীপায়ন খীসা, জেলা কমিটির সহ-সভাপতি উ শৈ চিং আর বালাঘাটা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক উষাই মারমাকে পুলিশ বিনা কারণে আটক করে এবং ডিটেনশন দিয়ে জেলে পুড়ে রেখেছে।

প্রধানমন্ত্রী হাসিনার সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে সন্তু লারমা ইউপিডিএফ নিষিদ্ধ করার প্রার্থনাও জানিয়েছিলেন। [দেখুন : মাতৃভূমি, ১৪ এপ্রিল '৯৯] গোপনে ক্যাম্পে গিয়ে স্পাইরা যেভাবে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে নিরীহ লোকজনকে হয়রানি করে, সন্তু লারমাও কখনো প্রধানমন্ত্রী, কখনো মন্ত্রী, সিকিমন্ত্রী কিংবা পুলিশের এস. পি. দের সাথে "একান্ত বৈঠক" করে তাই করে যাচ্ছে। ❑

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট-এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত